চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 23 July, 2020 ■ আগরতলা, ২৩ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ৮ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

খোয়াইয়ে ঘরের দেওয়াল ভেঙ্গে গুরুতর আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ জুলাই।। দুই দিনের প্রবল বর্ষণে খোয়াই মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় প্লাবিত হয়ে পড়েছে। সাত সকালে মাটির ওয়ালের ঘর ভেঙ্গে পড়ে আহত তিনজন। একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় জিবিতে স্থানান্তর করেছে চিকিৎসক। ঘটনাটি ঘটেছে খোয়াই মহকুমা পদ্মবিল ব্লকের অন্তর্গত গয়ামনি এডিসি ভিলেস এলাকায়। গয়া মনি ভিলেজের বাসিন্দা সুকেশ দেববর্মা(৪২) এবং স্ত্রী সহ দুই সন্তান ঘরে ঘুমের মধ্যে ছিল। দেওয়ার ভেঙ্গে পড়তেই চিৎকার শুনে প্রতিবেশী ছুটে এসে তাদেরকে উদ্ধার করে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, টিলা ভূমির সমতল জয়গায় সুখেশ দেববর্মার ঘরছিল। মাটির দেওয়াল ঘর মোটামুটি মজবুতই ছিল। কিন্তু গত কয়েকদিনের টানা বর্ষণে দেওয়ালে ফাটল ধরে। কিন্তু তা এমনভাবে ভেঙে পড়বে ভাবতে পারেনি পরিবারের লোকজন। আজ সকালে আচমকাই ভেঙ্গে পড়ে দেওয়াল। তাদের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে।

ঘরের ভীতরে থাকা সুখেশ দেববর্মা ও স্ত্রী সহ দুই সন্তানকে উদ্ধার করে। তাদের চারজনকেই বাইজলবাড়ি প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এক সন্তানের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে সাথে সাথেই জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন চিকিৎসক। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএমের প্রাক্তন প্রধানের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত বিজেপির বুথ সভাপতিসহ তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ জুলাই।। প্রাক্তন সিপিএম প্রধানের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত বিজেপির বুথ সভাপতিসহ ৩ কর্মী। এরমধ্যে গুরুতর আহত হয়েছেন অমর দাস নামে বিজেপির এক সক্রিয় কর্মী। ঘটনা মঙ্গলবার রাতে খোয়াই থানাধীন সোনাতলা ভূমিহীন কলোনি এলাকায়। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সিপিএমের প্রাক্তন প্রধান প্রবীর শীলকে গ্রেপ্তার করেছে খোয়াই থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, মঙ্গলবার রাত আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রের ৫১ নং বুথ সভাপতি রামজয় দেবকে সঙ্গে নিয়ে জীবন দেবনাথ এবং অমর দাস পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে যান করোনা আবহে দুস্থদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বন্টন নিয়ে কথা বলতে। কথা শেষে তারা যখন নিজ বাড়িতে ফিরছিল, তখন প্রাক্তন সিপিএম প্রধান প্রবীর শীল ও তার পরিবারের লোকজন তাদের উপরে হামলে পড়ে। তাতে বিজেপির ৩ কর্মী গুরুতর ভাবে আহত হয়। এই খবর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউনের প্রয়োজনীয়তা আরও বাড়ল

করোনা ঃ আরও একজনের মৃত্যু, দুই দেহরক্ষীসহ সস্ত্রীক বিধায়ক সংক্রমিত, নতুন আক্রান্ত ১২৬ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। রাজ্যে করোনার প্রকোপ মারাত্মক আকার ধারণ করছে রাজ্যে। একদিকে সরকার লকডাউন নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। অন্যদিকে আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। বুধবার আরও ১২৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন। সেইসাথে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। তাছাড়া সংক্রমিতের তালিকায় এসেছে বিজেপি বিধায়ক ও তাঁর স্ত্রী। তাছাড়া বিধায়কের দুই দেহরক্ষীও করোনা সংক্রমিত হয়েছেন। তাতে লকডাউনের প্রয়োজনীয়তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে জানিয়েছেন রাজ্যে নতুন করে ১২৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ৩০৫১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ১২৬ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আক্রান্ত ১২৬ জনের মধ্যে এন্টিজেন টেস্টে ১২০ জন, উপসর্গে ২ জন এবং সংস্পর্শে ৪ জন আক্রান্ত। ১২৬ জনের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ২৯ জন, উত্তর জেলায় ১৭ জন, গোমতী জেলায় ২৭ জন, ধলাই জেলায় ১৮ জন, দক্ষিণ জেলায় ৩ জন, সিপাহীজলা জেলায় ২৪ জন এবং খোয়াই জেলয় ৮ জন আক্রান্ত। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে একজন করোনা রোগী মারা গেছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে এদিন ১০৭ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ত্রিপুরায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার আগরতলার জিবি কোভিড হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, ৭২ বছর বয়সি মহিলা গত ১৮ জুলাই খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থেকে অসুস্থ হয়ে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। ভরতির আগে তাঁর অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়। তাতে তাঁর কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কোভিড সেন্টার ভরতি করা হয়। আজ বুধবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই মহিলা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। এছাড়া তাঁর মধুমেহ রোগও ছিল।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত করোনা-য় আক্রান্ত হয়ে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। টানা দুদিনে দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

বিজেপি বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সাথে তাঁর স্ত্রী এবং দুইন দেহরক্ষীর দেহেও করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাতে ত্রিপুরায় এখন হাই প্রোফাইল ব্যাক্তিদেরকেও করোনা নিশানা করতে শুরু করেছে। কারণ, এই প্রথম কোনও বিধায়ক ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এদিকে, ত্রিপুরায় নতুন করে ২৫৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে, ত্রিপুরায় বর্তমানে ৩,৩৪৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১,৯২৬ জন সুস্থ হয়েছেন। সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১, ৩৯৭ জন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে মণিপুরে সাত দিনের সম্পূর্ণ লকডাউন

ইমফল, ২২ জুলাই : করোনা অতিমারীর প্রকোপ মোকাবিলায় প্রথমে সাত দিন এবং প্রয়োজনে আরো ৭ দিনের সম্পূর্ণ লকডাউন-র ঘোষণা দিয়েছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। আগামীকাল দুপুর ২টা থেকে রাজ্যে লকডাউন লাগু হবে। মুখ্যমন্ত্রী মণিপুরবাসি-র উদ্দেশ্যে আতঙ্কিত হয়ে বাজারের জন্য দৌড়ঝাঁপ না করার আবেদন জানিয়েছেন। কারণ, জরুরি পরিষেবা নিয়ে প্রয়োজন অনুসারে সময় সময়ে নির্দেশিকা জারি করা হবে।

আজ এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জরুরীভিত্তিক মন্ত্রিসভার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আখাউড়া স্থলবন্দরে পৌঁছেছে পণ্য, আগরতলা আইসিপি দিয়ে আজ ঢুকবে রাজ্যে, যাবে অসমেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। কলকাতা থেকে নৌ পথ ডিঙিয়ে আখাউড়া স্থলবন্দরে পৌঁছেছে পণ্য। আগামীকাল বৃহস্পতিবার আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে ওই পণ্য ত্রিপুরায় ঢুকবে। একইসাথে পণ্য অসমে যাবে। ৫৩.২৫ মেট্রিক টন রড এবং ৪৯.৮৩ মেট্রিক টন ডাল এসে পৌঁছেছে। বাংলাদেশের নদীবন্দর পরীক্ষামূলক ব্যবহারের অঙ্গ হিসেবে ওই পণ্য এসেছে। ''সেজুতি'' জাহাজ কলকাতা থেকে ওই পণ্য চট্টগ্রাম নদীবন্দরে নিয়ে এসেছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহারে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তেমনি ২০১৯ সালের ৫ অক্টোবর বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহার করে পণ্য পরিবহণে দুই দেশের মধ্যে এসওপি স্বাক্ষরিত হয়। সে-মোতাবেক পণ্য পরিবহণের পরীক্ষামূলক সূচনা হয়েছে।

পরীক্ষামূলক প্রথম চালান হিসেবে ৫৩.২৫ মেট্রিক টন রড আর ৪৯.৮৩ মেট্রিক টন ডাল নিয়ে গত ১৪ জুলাই কলকাতার নদীবন্দর থেকে চট্টগ্রাম নদীবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হয় 'সেজুতি' নামের একটি জাহাজ। জাহাজটি মঙ্গলবার দুপুরে চট্টগ্রাম নদীবন্দরে নোঙর করে। এর পর অনুষ্ঠানের শেষে জাহাজ থেকে পণ্য গাড়িতে তুলে কে.জে. শিপিং। চট্টগ্রাম নদীবন্দর থেকে রড ও ডালবোঝাই চারটি ট্রেইলর বুধবার আখাউড়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমপুরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তালা দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ জুলাই।। বুধবার সকালে খোয়াই মহকুমার আমপুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দেয় এলাকাবাসিরা। দীর্ঘ প্রায় চার ঘন্টা পর তালা খুলে দেওয়া হয় আমপুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রর। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বর্তমানে আমপুরা প্রাথমিক হাসপাতালে দুইজন চিকিৎসক রয়েছে। তার মধ্যে একজন রয়েছে ডেপুটেশানে।

অপর চিকিৎসককে সম্প্রতি অন্যত্র বদলির নির্দেশ আসে। তারই প্রতিবাদে এইদিন সকাল ৯ টায় আমপুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দেয় এলাকাবাসিরা। তাদের বক্তব্য একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র চলতে হলে নূন্যতম দুই জন চিকিৎসক প্রয়োজন। সেই জায়গায় একজন চিকিৎসককে ডেপুটেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর বর্তমানে থাকা এক জন চিকিৎসককেও অন্যত্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মতুয়া সম্প্রদায়কে ফেসবুকে অশ্রদ্ধা ধৃত যুবক ১৪ দিনের জেল হাজতে

আগরতলা, ২২ জুলাই (হিঃসঃ)।। মতুয়া সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর এবং মা শান্তি দেবীকে নিয়ে ফেসবুকে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার অভিযোগের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের আবেদনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী-র নির্দেশের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। অভিযুক্ত এডি নগর এলাকার বাসিন্দা কুলদীপ চক্রবর্তী-কে ত্রিপুরা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আজ, বুধবার তাকে ১৪ দিনের জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার মানিক লাল দাস।

প্রসঙ্গত, বেশ কিছুদিন ধরে মতুয়া সম্প্রদায়-কে নিয়ে ফেসবুক-এ কুরুচিকর মন্তব্য করছিলেন ওই যুবক। বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের নজরে আসতেই তিনি রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর-র দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর সোমবার একান্ত সাক্ষাৎকারে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করেন। তার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবকে নির্দেশ দেন।

এ-কথা জানিয়ে ধনকর টুইটে জানিয়েছেন, বিজেপি-র সাংসদ শান্তনু ঠাকুর মতুয়া সম্প্রদায়কে নিয়ে ফেসবুক-এ কুরুচিকর মন্তব্যের বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বিষয়টি আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সময় তুলেছিলাম। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে এ-নিয়ে কিছু নির্দেশ দিয়েছেন। আমি এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।"

এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর চিঠি পাওয়ার সাথে সাথেই ত্রিপুরা সরকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় টিএসআর জওয়ান ও তেলিয়ামুড়ায় বৃদ্ধের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ তেলিয়ামুড়া, ২২ জুলাই।। পৃথক স্থানে দুজনের ফাঁসিতে আত্মহত্যার ঘটনায় রীতিমতো উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। আগরতলায় টিএসআর জওয়ান এবং তেলিয়ামুড়ায় এক বৃদ্ধ ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিক ভাবে পুলিশের বক্তব্য।

রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন কুঞ্জাবন বেসিক ট্রেনিং কলেজ সংলগ্ন এলাকায় টিএসআর ক্যাম্পে এক জওয়ান আত্মহত্যা করেছে। আত্মঘাতী টিএসআর জওয়ানের নাম নারায়ন চন্দ্র দে। বাড়ি গান্ধী গ্রামের শালবাগান এলাকায়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

পরিবারের লোকজন অভিযোগ করেছেন ক্যাম্পে ওই জওয়ানের ওপর মানসিক নির্যাতন চলছিল। তার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা রুজু করা হয়েছে। আইনি সহায়তা নেওয়ার জন্য ছুটির চাওয়া হলে তাকে ছুটি দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ। গত কয়েকদিন ধরেই সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিষয়টি সে পরিবারের লোকজনদের কে জানিয়েছে। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। মৃত জওয়ানের পরিবারের লোকজন বুধবার সকালে টিএসআর ক্যাম্পে এসে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

তারা স্পষ্ট ভাবে বলেন টিএসআর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুলাইয়ে প্রতিবেশীদের সংঘবদ্ধ হামলায় মহিলাসহ রক্তাক্ত চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। ধলাই জেলার আমবাসার কুলাইয়ের রামরতন পাড়ায় প্রতিবেশীর আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে চারজন। আহতরা হল বীরেন্দ্র শব্দকরের মেয়ে মাম্পি শব্দকর, প্রতিবেশী মনোরঞ্জন শব্দকর এবং তার স্ত্রী ঊষারাণী শব্দকর। চারজনকেই কুলাই জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রামরতন পাড়ার বীরেন্দ্র শব্দকরের সঙ্গে প্রতিবেশী রিপন শব্দকরের বিরোধ চলছিল। বুধবার সকালে রিপন শব্দকর বীরেন্দ্র শব্দকরের বাড়িতে এসে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। বাকবিতন্ডা চলাকালে হঠাৎ রিপন শব্দকর উত্তেজিত হয়ে ধারালো অস্ত্র নিয়ে বীরেন্দ্র'র উপর হামলে পড়ে। বীরেন্দ্র শব্দ করকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন তার মেয়ে মাম্পি শব্দকর। আক্রমণকারী যুবক রিপন শব্দকরের মেয়ে মাম্পি শব্দকরের ওপরও আক্রমণ চালায়। হৈ হট্টগোল শুনে প্রতিবেশী মনোরঞ্জন শব্দকর এবং তার স্ত্রী ঊষারাণী শব্দকর ছুটে আসেন বীরেন্দ্র শব্দকরের বাড়িতে। আক্রমণের হাত থেকে তাদেরকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে আক্রমণকারী যুবক রিপন শব্দকর মনোরঞ্জন শব্দকরের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালায়। স্বামীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন তাঁর স্ত্রী ঊষারাণী শব্দকর। তার ওপর হামলা চালায় উন্মত্ত যুবক। ধারালো অস্ত্রের আক্রমণে চারজন গুরুতরভবে আহত হন। হামলার খবর পেয়ে অন্যান্য প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন ওই বাড়িতে। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় কুলাই জেলা হাসপাতালে। এ ব্যাপারে আমবাসা থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়।

আমবাসা থানার পুলিশ আক্রমণকারী যুবক রিপন শব্দকরকে গ্রেপ্তার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে পূর্ব বিরোধের জেরে এ হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আটক অভিযুক্ত রিপন শব্দকরের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে আমবাসা থানার পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকার জনগণ দাবি জানিয়েছেন।

খোয়াই জেলার পৃথক জায়গায় শিশু, কিশোরী ও গৃহবধূ ধর্ষিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া/ খোয়াই, ২২ জুলাই।। খোয়াই জেলার পৃথক স্থানে তিনজন ধর্ষিতা হয়েছে। এর মধ্যে একটি সাত বছরের শিশুও রয়েছে। কিশোরী ও গৃহবধূকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া ও চাম্পাহউড় থানায় পৃথক মামলা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলার জনগণের মধ্যে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া থানায় এক শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করার মতো গুরুতর অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছে। যদিও এই ঘটনাটি ঘটে আনুমানিক এক পক্ষকাল পূর্বে। নরপশুর দ্বারা জোরপূর্বক শিশুকন্যাকে ধর্ষণের ঘটনায়এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন জারুলং বাড়ি গ্রামের বাসিন্দা জৈনক উপজাতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তির সাত বছরের শিশু কন্যাকে একই গ্রামের বাসিন্দা রাজেন্দ্র দেববর্মার ছেলে ধনঞ্জয় দেববর্মা (২৪) ধর্ষণ করে। ঐদিন সকালে শিশুকন্যা নদীর পাশে প্রাকৃতিক কার্য সারতে গেলে অভিযুক্ত যুবক পাশের জঙ্গলে শিশুটিকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যায় ও ধর্ষণ করে। ঘটনার পর ভয় ভীতি প্রদর্শন করে এই ব্যাপারে কাউকে কিছু যদি জানায় তবে প্রাণ নাশ করা হবে। এতদিন ভয়ে কাউকে কিছু না বললেও সোমবার এই শিশুকন্যা তার মাকে সমস্ত বিষয় জানায়। পরে গ্রামের মুরুব্বীদের ঘটনাটি জানালে এই ব্যাপারে সালিশি সভার মাধ্যমে মীমাংসা করতে চাইলেও মীমাংসা হয়নি ঘটনার। ফলে এক প্রকার বাধ্য হয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্তের নাম ধাম দিয়ে তেলিয়ামুড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। তেলিয়ামুড়া থানায় দায়ের করা মামলা নম্বর ৭৭/২০২০ পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ ওই যুবক শিশু কন্যার মাসিকেও ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। যদিও চিৎকার চেঁচামেচি করে ঐ জায়গা থেকে পালিয়ে আসে শিশুর মাসি। পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে।

রাজ্যে এবার গণধর্ষণের শিকার এক উপজাতি কিশোরী। উপজাতি কিশোরীর বয়স ১৭। ঘটনা মহকুমা শহর তেলিয়ামুড়ায়। এই খবর দিয়ে পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার আনুমানিক সাতটা নাগাদ মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন পানবাড়ি এলাকার কোচরাই পাড়ার বাসিন্দা ১৭বছরের কিশোরীর সাথে চাকমাঘাট এলাকার বাসিন্দা রামপ্রসাদ সরকারের ছেলে রূপেস সরকারের প্রণয় ঘটিত সম্পর্ক ছিল। মঙ্গলবার বিকেলে রূপেস সরকার (২০) মেয়েটিকে চাকমাঘাট স্থিত একটি ইকো পার্কের খবর দিয়ে নিয়ে আসে। কিছুক্ষণ পরে কিশোরীর বাড়িতে ফেরত পাঠাতে রূপেস চাকমাঘাটস্থিত অটো স্ট্যান্ডে নিয়ে আসে। এই সময়ে রূপেসের পরিচিত কাসেম মিঞা (৩৫), জায়েদ মিঞা(২২) দুইজনে গাড়ি নিয়ে অটো স্ট্যান্ডে এলে ঐ নাবালিকাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য রূপেশ তাদের অনুরোধ জানায়। সেই অনুরোধ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে রেশনে মিলল পাস্টিকের আটা !

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ জুলাই।। রেশনে মিলল প্লাস্টিকের আঁটা ! প্লাষ্টিকের আঁটা সন্ধেহে আঁটা বিক্রি বন্ধ রাখলো রেশন কতৃপক্ষ। ঘটনার বিবরনে জানা যায় শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত নারাইফাং সরকারি নায্যমূল্যের দোকান থেকে এক গ্রাহক আটা ক্রয় করে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময় ঐ গ্রাহক আঁটাগুলি প্লাষ্টিকের বলে রেশন কতৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়।

প্লাষ্টিকের আঁটা সন্দেহে রেশন কর্তৃপক্ষ ঐ গ্রাহককে শান্তির বাজার মহকুমাশাসকর কার্যালয়ে যাবার পরামর্শ দেন। গ্রাহক এই ব্যাপারে শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে খাদ্য দপ্তরকে জানান। ঘটনার খবর পেয়ে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা রেশনে গিয়ে আঁটার নমুনা সগ্রহ করে আগরতলায় পরিক্ষার জন্য প্রেরণ করে বলে জানান রেশন কতৃপক্ষ। এর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কাজের খতিয়ান দিলেন দলের মন্ত্রী, বিধায়ক ও মন্ডল সভাপতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বুধবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা, রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মণ সহ অন্যান্যরা। মূলত বিজেপি দলের বিধায়ক, মন্ত্রী ও মণ্ডল সভাপতিদের নিয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

করোনা পরিস্থিতিতে দলের কার্যকর্তারা কি ভাবে কাজ করছে, কতটা মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে এই বিষয় গুলি নিয়ে এইদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠকে মণ্ডল সভাপতিরা তাদের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন। বিধায়করাও তাদের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন। এইদিনের বৈঠকে রাজ্যের দুই সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ও রেবতী কুমার ত্রিপুরাও উপস্থিত ছিলেন। এইদিনের বৈঠকে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দের বলেন যে কোন মণ্ডল এলাকায় কোন কোন ব্যক্তি সরকার থেকে কি কি সুবিধা পেয়েছে তা মণ্ডল সভাপতিদের মুখস্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৮০ ▫ ২৩ জুলাই ২০২০ইং ▫ ৮ শ্রাবণ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সামাজিক মাধ্যম

ভারতের পবিত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চারটি প্রধান স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হইল সংবাদমাধ্যম। প্রাক স্বাধীনতা যোগ হইতেই সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংবাদমাধ্যমকে অনির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদপত্রের গুরুত্ব যে কতটা তাহা দেশবাসী ভালো করিয়া অনুভব করিতে পারিতেছেন। সংবাদ মাধ্যমের প্রতি জনগণের আত্মবিশ্বাস রহিয়াছে। সংবাদমাধ্যম না থাকলে গণতন্ত্র এতটা শক্তিশালী হইতে পারিত না। গণতন্ত্রের প্রথম তিনটি স্তম্ভকে পরিচালনার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম আদি অনন্তকাল হইতেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং তথ্য প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে সংবাদমাধ্যমের রূপ পরিবর্তন হইতে শুরু করিয়াছে।সংবাদ মাধ্যম বলতে এখন আর শুধুমাত্র প্রিন্ট মিডিয়া কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে বুঝাইতেছে না।

সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে নতুন করিয়া যুক্ত হইয়াছে সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যম। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, সংবাদপত্র বা বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমগুলো যেভাবে দায় দায়িত্ব পালন করিয়া চলিতেছে সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যম গুলো সেই দায়িত্ব পালন করতেছে না। সংবাদপত্র কিংবা বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমে কোন সংবাদ প্রচারিত হইলে ইহার যায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যমে যেসব তথ্য বা সংবাদ পরিবেশিত হইতেছ সেগুলির সঠিক দায়-দায়িত্ব পালিত হইতেছে না।সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যমে এমন কিছু সংবাদ বা তথ্য প্রচারিত হয়েছে যেগুলোর দ্বারা সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হইতেছেন।এইসব সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যম কে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কঠোর আইনি ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। বর্তমানে যে আইনী সংস্থান রহিয়াছে তাহা যথাযথভাবে কার্যকর করা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠিতেছে। এক সমীক্ষার রিপোর্ট লক্ষ করলে দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়া বা সমাজ মাধ্যমের অন্তরালে অনেকগুলো অন্ধকার দিক রহিয়াছে। সোশ্যাল মিডিয়া অসঙ্গত আক্রমণের উৎস হিসাবে বিবেচিত হইতেছে।

এই মাধ্যমে মিথ্যা প্রচার এবং মানুষে মানুষে বিভেদ ঘটানোর প্রয়াস চালানো হইতেছে। সোশ্যাল মিডিয়া , হোয়াটসঅ্যাপ সহ অন্যান্য সমাজ মাধ্যমগুলি রাজনৈতিক দলগুলির অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হইতেছে। এই মাধ্যমগুলি অসামাজিক বিদ্বেষ মূলক কাজের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে অশান্তির পরিবেশও বিভিন্ন সময়ে সৃষ্টি করিতেছে। রাজনৈতিক দুষ্ট কারবারীদের অস্ত্র হইয়া উঠিয়াছে এইসব সোশ্যাল মিডিয়া বা সমাজ মাধ্যম।সোশ্যাল মিডিয়া বা সমাজ মাধ্যম যে এই যুগে মহা শক্তিধর তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষা রুচি ও আর্থসামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে বহু নাগরিক সমাজ মাধ্যমকেই তথ্যের প্রাথমিক ও প্রধান উৎস বলিয়া মনে করেন। হোয়াটস অ্যাপে আসা তথ্য নিজেরা বিশ্বাস করিতে ও মুহূর্তে ছড়াইয়া দিতে দিতে দ্বিতীয় বার ভাবেন না। ফেসবুকে সংবাদের মোড়কে পরিবেশিত কোন মন্তব্য পরিয়া কেন ভাবেন ইহা সত্য ,কারণ অতি বিখ্যাত বা নিকটজন তাহা শেয়ার করিয়াছেন তাহা মিথ্যা হইবে কেন? সোশ্যাল মিডিয়া বা সমাজ মাধ্যমের আপাত সর্বময় বিশ্বাসযোগ্যতার ঘরে সিধ কাটিয়া প্রবেশ করে রাজনৈতিক ও অপরাপর স্বার্থসিদ্ধির কুমতলব।ইহাতে নাগরিকদের দুর্বলতাই একমাত্র কারণ নয়।সোশ্যাল মিডিয়া বা সমাজ মাধ্যমের গঠনগত ত্রুটিও সমানভাবে দায়ী। ফেসবুক সংস্থার অডিটে অভিযোগ উঠিয়াছে তাহার কার্যপদ্ধতির মধ্যেই এমন খামতি রহিয়াছে যাহার সুযোগ লইয়া নাগরিকের গোপনীয়তার স্বাধীনতা বা অন্য অধিকার ভঙ্গ করা যায়।

সোশ্যাল মিডিয়া বা সমাজ মাধ্যম সম্পর্কে নাগরিকদের সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া বা সমাজ মাধ্যম সংস্থাগুলোকেও তাহাদের গঠন পাল্টাইতে হইবে। এই কাজ খুবই জটিল এবং নাগরিকদের আয়ত্তের বাইরে। স্বাভাবিক কারণেই ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে সরকারকেও। সমাজ মাধ্যম ব্যবহার ও সেখানে উপযুক্ত আচরণের দায় নাগরিকের বলিয়া হাত ধুয়ে ফেলিলে চলিবে না।ইন্টারনেট তথ্যপ্রযুক্তি তথা সমাজ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত আইন দেশ বা রাজ্য ভেদে পৃথক এবং অনেক সময়ই সমাজ মাধ্যম সংস্থাগুলি তাহাদের জটিল কার্যপদ্ধতির সুবাদে আইনের পরিসর এড়াইয়া যায় বা লংঘন করে। এই দিকে সরকারকে নজর রাখা প্রয়োজন। সমাজ মাধ্যম সংক্রান্ত আইন আরও জটিল করা প্রয়োজন। তাহাতে নাগরিকও অধিক সুবিধা পাইবে ,সমাজ মাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টির জেরে তিস্তায় জারি লাল সংকেত

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি. স.) : অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ন এলাকায়।আবহাওয়া দফতরের অনুমান মিলিয়ে একই সঙ্গে বৃষ্টি হচ্ছে সিকিম ও ভূটানেও। ফলে সেখানকার পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীগুলি এখন রীতিমত ফুঁসছে।

জল বাড়ছে তিস্তাতেও। সেই কারনেই বুধবার সকালে তিস্তার গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ৩৬৮৪ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। ফলে নিম্ন তিস্তা অববাহিকার দোমহনী থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় জারি হয়েছে লাল সংকেত। পাশাপাশি সংরক্ষিত এলাকায় জারি হয়েছে হলুদ সংকেত। একই সাথে বানারহাটে বৃষ্টি ও ভূটান থেকে হাতিনালায় জল ছাড়ার জেরে জলঢাকা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সংকেত জারি করেছে সেচ দফতর।জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ভুটান পাহাড় ও ডুয়ার্সে কয়েক ঘন্টার ভারি বৃষ্টির জেরে এবং ভুটান থেকে জল ছাড়াতে আবারও ফুলে-ফেঁপে উঠেছে ডুয়ার্সের নদীগুলি। তার জেরে ভুটানের পাহাড় থেকে নেমে আসা হাতিনালার জলে প্লাবিত হয়েছে বানারহাট, বিন্নাগুড়ি ও গয়েরকাটার বিস্তীর্ণ এলাকা।বিন্নাগুড়ির নেতাজিপাড়া জলের নীচে। গয়েরকাটার শান্তিনগর, কোঙার কলোনির রাস্তা ও বাড়িগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বানারহাটের শান্তিপাড়া, সুকান্তপল্লী, কলোনি এলাকার পরিস্থিতি ভয়াবহ।

আতঙ্কে এলাকার মানুষদের রাতের ঘুম কার্যত উড়ে গিয়েছে।হলদিবাড়ি চা বাগান এলাকায় রাস্তার উপর দিয়ে বইছে হাতিনালার জল। তেলিপাড়া চা বাগানের একটা বড় অংশ জলের তলায় চলে গিয়েছে। গয়েরকাটায় আংরাভাসা নদীর জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছে বেশ কিছু বাড়ি। চনদীর আশেপাশে বাড়ির লোকজন আতঙ্কে ঘরের দরকারি কাগজপত্র আসবাবপত্র নিয়ে অন্যত্র উঠে যাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। জলপাইগুড়ির জেলাশাসক অভিশেখ কুমার তেওয়ারি জানান বিন্নাগুড়ি এবং আংরাভাসা এই দুই গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় জল ঢুকেছে। ইতিমধ্যে উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে। ৫০টির বেশি পরিবারকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে।

ফি মকুবের দাবিতে পার্কস্ট্রিটে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি স): করোনা আবহের মাঝেও ফি বিক্ষোভ অব্যাহত তিলোত্তমায়। টিউশন ফি ছাড়া অন্যান্য ফি মকুবের দাবিতে এবার উত্তপ্ত পার্কস্ট্রিট। বুধবার আংশিক ফি মকুবের দাবিতে পার্ক স্ট্রিটের সেভেন্থ ডে অ্যাডভেনটিস্ট সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। অভিভাবকদের অভিযোগ, করোনা পরিস্থিতিতে এতদিন লকডাউন চলার ফলে টাকা-পয়সা অনেকেরই সমস্যা হচ্ছে। পাশাপাশি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে স্কুল। অনলাইনে চলছে পড়াশোনা। তাই স্কুল ফি ছাড়া অন্য ফি দিতে নারাজ অভিভাবকরা। শুধুমাত্র টিউশন ফি দেওয়া সম্ভব বর্তমান পরিস্থিতি। বর্তমান সময়কালে সম্পূর্ণ ফি দেওয়া সম্ভব না।

রাম নেপালি, নেপাল প্রধানমন্ত্রী ওলির এহেন মন্তব্য যেন মৌচাকে ঢিল

নারায়ণ দাস

ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালে করোনার ভয়াবহতা নেই। কিন্তু ভারত যখন এই অজানা আচেনা ভাইরাসের আক্রমণে দিশেহারা, তখন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি এমন একটা স্পর্শকাতর বিষয়ের অবতারণা করলেন ,যা নিয়ে এই করোনা অতিমারির সময়েই দেশজুড়ে বিতর্ক দানা বাঁধল। পৃথিবীর এই হিন্দু রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী দাবি, আসল অযোধ্যা নেপালে। রামও আদতে নেপালি। আর যারা কোথায় ? যেন মৌচাকে ঢিল পড়ল। সারা অযোধ্যাবাসী ক্ষোভে ফুঁসছেন, পারেন তো এখনই দল বেঁধে নেপালে এসে ওলিকে বলেন তাঁর এই অযাচিত মন্তব্য প্রত্যাহার পরে নিতে। তীর্থক্ষেত্র অযোধ্যা জুড়ে এখন শুধু প্রতিবাদ আর প্রতিবাদ। শ্রীরামন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সদস্যরা সাধু সন্ন্যাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। বলছেন,নেপালের প্রধানমন্ত্রী অত বড় সাহস পান কী করে যে বলা নেপালই অযোধ্যার আর শ্রীরাম একজন নেপালি।

তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, এতদিন ধরে এত লড়াই করে,দীর্ঘ অপেক্ষার যাতনা ভোগে করে আমরা শেষ পর্যন্ত এখানে রামমন্দির তৈরি করার কাজে ব্রতী হয়েছি, আর ঠিক সেই সময় নেপাল প্রধানমন্ত্রীর অনভিপ্রেত বক্তব্য প্রকৃত ইতিহাস না জেনেই। তাতে অবশ্য কিছু যাবে আসবে না, তবে কিছু মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। একজন করসেবক বলেন, তাহলে তো বাবরি মসজিদ ভাঙার কোনো প্রয়োজনই ছিল না, রামন্দির গড়া যেত সেখানেই। আসলে ভুল বকে যাচ্ছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী, এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করার আগে অতীত ইতিহাসটা ভাল করে তাঁর জানা উচিত।

আসলে প্রতিবেশী সব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক ভাল নয়। চিরশত্রু পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নেই পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই অত্যন্ত খারাপ । পাকিস্তান নামক দেশটি দু'টুকরো হয়ে একটি বৃহৎ অংশ (বাংলাদেশে, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) হারালেও , এই দেশটির বিদ্যমান মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। উল্টে সম্পর্কের তিক্ততা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এবার নেপাল। এতদিন ভারতের অন্যতম বন্ধু প্রতিবেশীই ছিল। ইদানিং সম্পর্ক নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। তার যথাযথ কারণও রয়েছে। অন্যায়ভাবে এবং বিসদৃশভাবে ভারতের ভূখণ্ডকে নেপালের মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয়, চিন এখন নেপালের বড় বন্ধু সেজে ভারতের ঘাড়েণ ওফর নিঃশ্বাস ফেলছে। নেপালের উন্নয়ন , চিন নানাভাবে সাহায্য করছে, সমরষ্ট্রিও আসছে। যার ফলে বদীয়ান হয়ে নেপালে ভারত বৃদ্ধি করেছেন। এর অর্থ কী?

নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এতদিন হৃদ্যতামূলকই ছিল। নেপালের উন্নয়নে ভারত সবসময় সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই সম্পর্ক যাতে অটুট থাকে তার জন্য দিল্লির সাউথ ব্লক সদা সতর্ক। তাই নেপাল প্রধানমন্ত্রীর শ্রীরামকে নিয়ে সাম্প্রতিক মন্তব্য কেন্দ্রীয় সরকার অথবা বিজেপি নেতৃত্বকে অবাক করলেও এ ব্যাপারে সরকারি স্তরে কিছু বলা হয়নি। পাছে নেপালের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ততা আরও বেড়ে যায়, তাই কেন্দ্রীয় সরকার মুখে কুলুপ এঁটে অপেক্ষা করছে বিষয়টা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা দেখতে। তবে অযোধ্যা নিয়ে নেপাল প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য দেশে বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে একটি আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। সাধারণ মানুষের ভাবাবেগকেও আঘাত দিয়েছে।

হিন্দুত্ববাদেরজিগির তুলে এবং মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে রামন্দির নির্মাণ নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব এগোবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই এই দলগত লোকসভা নির্বাচনে লড়েছিল। দলীয় ইস্তাহারে ক্ষমতা পেলে রামমনন্দির নির্মাণের কাজ যথাসময়ে হাতে নেওয়া হবে, এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। রামজন্মভূমি আন্দোলকে কেন্দ্র করে বিজেপি আগাগোড়া একটি সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে, আর সেই আন্দোলনের সুযোগেই এই দলের লোকসভার সাংসদ সংখ্যা দুই থেকে বেড়ে এখন তিনশোর বেশি। রাম রাজনীতির ওপর ভর করে বিজেপি দলটা এখন এত বড় হয়েছে—কেন্দ্রের সরকার গড়েছে। প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদি রামমন্দির নির্মাণকল্পে সাধু সন্ন্যাসীদের সবরকম আশ্বাস দিয়ে তাঁদের খুশি করেছেন। পড়শি রাষ্ট্র নেপালের প্রধানমন্ত্রী আসল অযোধ্যা নেপালের এই উক্তি করে বিজেপির এবং হাজার হাজার রাম ভক্ত এবং অনুরাগীদের মনে আঘাত দিয়েছেন।

তবে বিজেপির এক সর্বভারতীয় নেতা বলেছেন ভগবান রাম আমাদের কাছে গভীর বিশ্বাসের বিষয়। তাকে নিয়ে ছেলেখেলা বা কোনো অবাস্তব বক্তব্য বরদাস্ত করবে না দেশের মানুষ। তা সে তিনি নেপালের প্রধানমন্ত্রী হলেও। তাঁর মন্তব্য কখনো মেনে নেওয়া হবে না। আবার উত্তরপ্রদেশ সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, মানসিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছেন ওলি। তাই মুখে যা আসছে তাই বলছেন। অযোধ্যা, রামকে নিয়ে এমন কথা বলার আগে তাঁর ইতিহাস জানা উচিত ছিল। অপরদিকে নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বাবুরাম ভট্টরাই বলেছেন, সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন ওলি। কলিযুগের নতুন রামায়ণ লিখবেন তিনি।

সম্প্রতি ভারত বিরোধিতার সুর চড়া মাত্রায় তুলে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু তার নিজের গদিও টলমল। নেপালাবাসীদের মধ্যে অনেকেই প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যা এবং ভগবান রামকে নিয়ে সাম্প্রতিক বক্তব্যকে সমর্থন করোনা না। কারণ দীর্ঘদিন মানুষের কাছে অযোধ্যা পত্রি রামজন্মভূমি আর নেপালই অযোধ্যা, এ কথা এখন কেউ মনে নেবে না। উল্টে প্রধানমন্ত্রীর এইসব অবাস্তব কথায় ভারত ও নেপালের মধ্যে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্কের অবনতি ঘটবে। নেপালি ভাষায় রামায়ণ অনুবাদের কবি ভানুভক্তের জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাম, সীতা এবং অযোধ্যা নিয়ে আরো তথ্য দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ওলি। যেমন তিনি বলেছেন, সীতর জন্মস্থান নেপালের কনকাগুরে, যার আগের নাম ছিল মিথিলা। তেমনি রামের জন্মভূমি বীরগঞ্জের কাছে থোরিত, সেটাই আসল অযোধ্যা। তাঁর অভিযোগ, আসল সত্যকে অস্বীকার করে নেপালের হাত থেকে রাম ও অযোধ্যাকে ছিনিয়ে নিয়েছে ভারত। যাকে ওলি বলেছেন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, দুই দেশের সুসম্পর্কের কথা মাথায় রেখে নেপালের প্রধানমন্ত্রী রাম, অযোধ্যা নিয়ে যে মন্তব্য সম্প্রতি করেছেন, তা না করলেই শোভন হত । কারণ তাঁর ভাবা উচিত ছিল, ভারতের বিজেপি সরকার কখনও ওলির মন্তব্যকে মেনে নেবে না। তাছাড়া ভারতের মানুষও এই মন্তব্য শুনে নিস্মিত ও মর্মাহত। ভারত ও নেপালের মধ্যে মধুর সম্পর্ক, পারস্পরিক আদানপ্রদান যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, নেপাল সরকারের সেই চেষ্টাই করা উচিত। ওলির মন্তব্য যে রামভক্তেদের মনে দারুণ আঘাত আনবে তা বলাই বাহুল্য। রাম ও অযোধ্যা নিয়ে ভারতের মানুষের বিশ্বাসকে নাড়া দিয়েছে। এতে দুই দেশের সুসম্পর্কে ফাটল যে ধরবে না তা বলা কঠিন। যদিও ভারত চায় না নেপালের সঙ্গে সম্পর্কে কোনো অবনতি ঘটুক। এমনিতেই নেপাল সরকারের চিনের ওপর নির্ভরশীলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার খুশি নয় কেন্দ্রের মোদি সরকার। আবার সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হোক তাও চায় না। দিল্লি, তাই প্রধানমন্ত্রী ওলির মন্তব্য ভা না লাগলেও, আপাতত দিল্লির নীরবতা রক্ষা করে চলাই শ্রেয় মনে করা হচ্ছে। চিন যদি ভারতের দুই বন্ধু প্রতিবেশী নেপাল ও বাংলাদেশের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে, তা কখনও দিল্লির কাছে স্বস্তিদায়ক হতে পারে না। তবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ব্যাপারে খুব সংঘত। সেটাই ভারতের স্বাস্তি। আর নেপাল চিনের সম্প্রসারণবাদ নীতিকে সমর্থন জানাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লিকে আশ্বস্ত করে একাধিকবার বলেছেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের চিন কিছুটা সাহায্য করলেও ভারত বাংলাদেশে সম্পর্কে কোনো দিনই চিড় ধরবে না। বরং অটুট, অক্ষুন্ন থাকবে।

এদিকে অযোধ্যা নিয়ে ওলির মন্তব্য আলোড়ন তুলেছে। সাধু সন্ন্যাসী সহ অযোধ্যাবাসী একযোগ প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। করোনার প্রভাব থাকার কারণে লকডাউনের বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে ওলির মন্তব্যের প্রতিবাদে মিছিল মিটিং সমাবেশ হচ্ছে না ঠিকই কিন্তু তারা সরব তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী দাবিকে,যা প্রতিবাদীদের কথায় অবাস্তর অযৌক্তিক। শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সভাপতি বলেছেন নেপাল প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য দুর্ভাগ্যজনক। অছি পরিষদের একজন সদস্য বলেছেন, নেপালের যদি অযোধ্যা হবে, তাহলে সরযূ নদী কোথায় ছিল?

অনেকের মতে, নেপালকে চিনের কাছে বিকিয়ে যাওয়ার অভিযোগ থেকে রেহাই পেতে ভগবান রামকেও বিতর্কে জড়াতে চাইছে ওলি। কিন্তু রামের ভাগ হবে না। এখতরফাভাবে বিরোধিতার কারণে দেশে এবং দেশের বাইরে তীব্র সমালোচনার মুখে তিনি। তাই নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন ওলি।

এদিকে রাম, অযোধ্যা নিয়ে ওলির মন্তব্য মেনে নেয়নি ভারতের কংগ্রেস নেতারা। এই প্রশ্নে দুই দলেরই অভিন্ন মনোবাব। একজন শীর্ষ কংগ্রেস নেতা সম্প্রতি বলেছেন, রামজন্মভূমি , ভগবান রামকে নিয়ে মানুষের বিশ্বাস, আস্থা অটল। সেই বিশ্বাসকে টলানো ওলির পক্ষে সম্ভব নয়, যতই তিনি নানা তথ্যের অবতারণা করুণ না কেন তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে। অযোধ্যা এখন যেখানে সেখানেই থাকবে। আর ভগবান শ্রীরাম মানুষের অন্তরে চিরদিন বিরাজ করবেন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

একমাত্রিক ঝড়ের প্রকৃতিতেই অন্তরিত থাকে বহুমাত্রিক প্রকৃতির ঝড়ের সংলাপ

অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কান পাতলেই অহরহ শোনা যাচ্ছে যে, ২০২০ সালে মানুষের বিরুদ্ধে নাকি প্রকৃতি প্রতিশোধ তুলছে। একদিকে করোনা ভাইরাসের নবতম সংস্কারণ, যা আকৃতিতে বিন্দুর লক্ষ ভাগের একভাগের মতো, তাতেই আসমুদ্রহিমাচল থেকে সমগ্র মানবসভ্যতার অস্তিত্ব আজ সংকটে। অন্যদিকে আজ পশ্চিমবঙ্গে আমফান কাল উত্তরাখণ্ডে দাবানল, পরশু রাজস্থানে পঙ্গাপাল, তরশু মণিপুরে ভূমিকম্প— এ যেন মড়ার ওপর অবিরাম ঘাঁড়ার ঘা। সকলেই অপেক্ষা করে আছেন সেই সময়ের যেদিন সব কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। অনেকেই ভাবছেন এরপর থেকে মাত্রাতিরিক্ত দূষণ ও অন্যান্য যা কিছু প্রকৃতির বিপক্ষে সেই সব অপরোদের পর্বতশৃঙ্গে না খোদিত নিশান ওড়াবেন। গড়ে উঠবে এক সবুজ নীল গ্রহ। যেখানে শুধুই পাকির কলরোল, কবিতা, গান আর প্রাণের উৎসবযাপন।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কেমন? বিদ্রোহের নাকি ঐক্যের? প্রকৃতি মানুষকে বদলেছে নাকি মানুষ প্রকৃতিকে ? প্রকৃতি একমাত্র মানুষকেই কেন বুদ্ধিমত্তার অধিকার দিল---অপব্যবহার করে প্রকৃতিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য, নাকি সদ্ব্যবহার করে প্রকৃতিকেই আরও ত্রুটিহীন নিপুণতর উৎকর্ষের দিকে নিয়ে যাবার জন্য? কোনটা সম্ভব আর কোনটা অসম্ভব---সম্ভাব্যতা কী বলে? এসব প্রশ্নের উত্ত দিতে গেলে থম মেরে যেতে হয়। কয়েক প্রহর দীর্গদেহী শ্বাসপ্রশ্বাস আর তারপর হাল ছেড়ে দেওয়া। আসলে মানুষ কেবলমাত্র প্রকৃতিরক অংশ নয়, স্বয়ং প্রকৃতিও। যেমন হাত-পা কিংবা মাথা শুধুমাত্র শরীরের অংশ নয় স্বয়ং শরীরও তেমনই। এই নীলগ্রহে শুধু নয়, লক্ষ লক্ষ মাল্টিভার্সের অন্তরাবহে যে বননপর্ব রচিত হয়েছে মানুষের মধ্যেও তাই আছে। জীবজন্তু গাছ-পালা পাথর-মাটি আগুন-জল চাঁদ-তারা ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত কিছু নিয়েই এই প্রকৃতি এক প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষের কাজ হল প্রকৃতির অন্টার - ইগো হিসেবে ভূমিকা পালন করা। শার্লকের যেমন মরিয়ার্টি, তেমনই প্রকৃতির কাছে মানুষ। মানুষ প্রকৃতিকে ব্যবহার করেই প্রকৃতির বিরুদ্ধতা করেছে আজন্মকাল। সেজন্যই মানুষ যেমন দাঁত মেজেছে তেমনই টয়লটে পেপারও খুঁজেছে, এমনটা এ প্রকৃতিতে আর কেউ করেনি। প্রকৃতপ্রস্তাব, সভ্যতা হল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সব থেকে বড় জেহাদের ফলাফল। আর সেখানেই প্রকৃতি নায়ক মানুষ খলনায়ক। আবির্ভাব ঘটে মাঝেমধ্যে। এখানেই প্রকৃতির স্যাটিসফ্যাকশন। এখানে বিজ্ঞানের ব্যবহার অপব্যবহার বলে কিছু হয় না। কেননা, আকৃতির ভিত্তিতে তো নৃশংসতার জাস্টিফিকেশন স্থির করা যায় না। মশা মারলেও যা অপারধ , বাঘ মারলেও, তাই, মহীরুহ কাটলেও যা অপরাধ , ধান গাছ কাটলেও তাই-ই। মনে রাখতে হবে, মানুষের সুকের জন্য প্রকৃতি তাকে সৃষ্টি করেনি, করেছে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভীষ্টে। মানুষের সুখ হল সেই উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করা। তাইতো,এ দুনিয়াতে নৃশ্যসতা আগে এসেছে, প্রেম অনেক পরে। কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়-এর কথায় মোহিত হই ঠিকই কিন্তু এর চিরকালীন বাস্তবতাকে অস্বীকার করে লাভ নেই। অসাম্যের ভিতরে সাম্যই হল, প্রকৃতিগত্ত সংলাপ । বাস্তবোচিত দুষ্টিভঙ্গি বলে, প্রকৃতি মানুষেক সুন্দরের অদিকার দেয়নি, দিয়েছে কদর্যতার। প্রকৃতির সৌন্দর্য হল আরণ্যকে। আর মানুষ সেটাকেই ছেঁটে ফেলে নিজের সৌন্দর্যবোধে প্রকৃতিকে সুন্দর করতে চায়। বিপ্লবকে থিয়োরাইজ করতে গিয়ে জন্ম দেয় প্রতিবিপ্লবের। বোঝা না আসলে সেটাও একপ্রকার প্রকৃতির উদ্দেশ্যের পক্ষেই কাজ করা। আসলে প্রাণই হল প্রকৃতির সৃষ্টি করা সবথেকে বড় বিপ্লব। ফলে এই বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মাঝেই আমাদের অস্তিত্ব অনস্তিত্বের খেলাঘর—সভ্যতার ইতিহাস।

এ বিষয়ে উদাহরণ হিসেবে আমরা আলোচনা করতে পারি সদ্য ঘটে যাওয়া আমফান নিয়ে। ভারত মহাসাগর অর্থাৎ আবার সাগর ও বঙ্গোপসাগর। দেখা গেছে যে, আরব সাগরের তুলনায় বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের প্রবণতা ৫-৬ গুণ বেশি। যেখানে সমুদ্রের বহু ঘুর্ণিঝড় সমুদ্রপৃষ্ঠেই শেষ হয়ে যায় সেখানে বঙ্গোপসাগরে স্থলভাগে ঘুর্ণিঝড়ের পৌঁছানোর পরিমাণ অনেক বেশি। এ কি প্রকৃতির দ্বারা মানুষের ধ্বংস নাকি মানুষের জন্যই সমুদ্রপৃষ্ঠের নানা প্যারামিটারের ঘূর্ণিঝড়ের পক্ষে কাজ করার দৃষ্টান্ত। সুতারাং ঝড়ের প্রকৃতি থেকেই আমাদের দেখে নিতে হবে প্রকৃতির ঝড়ের স্বরূপ।

ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন শব্দটার উৎপত্তি গ্রিক থেকে হলেও ব্রিটিশ আবহাওয়াবিদ হেনারি পিডিংটা কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁর প্রকাশিত কিছু লেখায় শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি ঝড়ের নিয়ম নাম দিয়ে কবেই বিখ্যাত একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন, বোধা যায় যে বঙ্গে ঝড়ের ইতিহাস বহুপ্রাচীন, তাতে যদিও কিছু বদলায়নি। ঘূর্ণিঝড়ের বহুবিধ কারণ হয়, এর মধ্যে মূলত ছয়টিকে সবথেকে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। এর যথেষ্ট পরিমাণে উষ্ণ সমুদ্রপৃষ্ঠ অন্তত প্রায় ৫০ মিটার গবীর অব্দি কমপক্ষে ২৬.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার হতে হয়। ঘূর্ণিঝড়ের জন্য এটাই মূল পরিচালক হিসেবে কাজ করে। দুই বায়ুমণ্ডলীয় অস্থিরতা অর্থাৎ কিনা উচ্চতা বাড়র সঙ্গে সঙ্গে যখন তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে যা আর্দ্র সংশ্লেষণের বিপক্ষে তখন সেখানে বজ্রবিদ্যুতের প্রাদুর্ভাব এই উষ্ণতাকে ধরে রাখতে সাহায্য করে যা ঘূর্ণিঝড়ের অনুকুল হয়। তিন, ট্রাপোস্ফিয়ারের নিম্ন থেকে মধ্যস্তরে অর্থাৎ ৫ কিমি অব্দি তুলনামূলক বেশি আর্দ্রতা। শুষ্কতা থাকলে তা বজ্রবাতের ক্রমবর্ধমান ক্রিয়াকলাপের ক্রমাগত বিকাশের অনুমতি দেওয়া পক্ষে উপযুক্ত হয় না। চার, নিম্নচাপ কেন্দ্রে বিকাশ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ কোরিয়োলিস ফোর্স অর্থাৎ নিরক্ষীয় অঞ্

কর্নেল মহিম ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী বুধবার যথাযোগ্য মর্যাদায় আগরতলায় পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

নিলামবাজারে পাথর বোঝাই ট্রিপার বসতগৃহের ওপর সৌভাগ্যবলে প্রাণরক্ষা দুই পরিবারের ১৫ সদস্যের

নিলামবাজার (অসম), ২২ জুলাই (হি.স.) : ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে নিলামবাজার জাতীয় সড়ক সংলগ্ন আবাসিক এলাকা। বরাত জোরে প্রাণে বেঁচেছেন দুই পরিবারের ১৫ জন সদস্য। একটি দোকান গৃহের অল্পবিস্তর ক্ষতিসাধন হয়েছে এই দুর্ঘটনায়।

মঙ্গলবার গভীর রাতে ত্রিপুরাগামী একটি অতিরিক্ত পাথর বোঝাই দশ চাকার ট্রিপার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে আঘাত করে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন একটি জুয়েলারি দোকানে। দুর্ঘটনা সংঘটিত করে চালক ও খালাসি ফেরার হয়ে গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে নিলামবাজার বাজার এলাকায় স্থানীয় শুভাশিস দাস ওরফে গৌরাঙ্গের বসতগৃহের সামনে। সড়কের পাশে জল নিষ্কাশনের ড্রেনের স্ল্যাব ভেঙে বেপরোয়া ট্রিপারের চাকা ভিতরে প্রবেশ করার ফলে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়িয়ে যায়। নইলে প্রায় ৪০ টন পাথর বোঝাই ট্রিপার দোকানগৃহ ভেদ করে সোজা বসতঘরে আছড়ে পড়ত। আর এতে ঘুমন্ত অবস্থায় দুটি পরিবারের পনেরো জন সদস্য চিরনিদ্রায় চলে যেতেন।

এদিকে লাইম স্টোনের আড়ালে প্রতিদিন প্রায় ৪০ টন পাথর বোঝাই শতাধিক ট্রিপার ত্রিপুরায় পাচার হলেও জেলা বন দফতর নির্লিপ্ত। চোখের সামনে প্রতিনিয়ত নিয়ম বহির্ভূতভাবে পাথর পাচার চলতে থাকলেও প্রশাসনিক যন্ত্র রহস্যজনক ভাবে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলছে। গতরাতে সংঘটিত এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বিজেপি নেতা নীলোৎপল দাস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ডিএফও জালনুর আলিকে বিষয়টি অবগত করান। নিয়ম বহির্ভূত ভাবে প্রায় ৪০ টন পাথর নিয়ে ট্রিপার চলাচলের বিষয়টি এবং ভয়ানক দুর্ঘটনার কথাও জেলা বন আধিকারিককে জানান তিনি। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে জেলা বন আধিকারিক জালনুর আলু বিষয়টির ওপর কোনও গুরুত্ব না দিয়ে ''লাইম স্টোন'' বলেই দায়িত্ব সেরে নেন। এদিকে পরবর্তীতে অন্য একটি ট্রিপার এনে পাথরগুলো চক্রান্ত করে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু বিজেপি নেতা নীলোৎপল দাস বিভাগীয় চক্রান্ত শক্ত হাতে প্রতিহত করেন। পরিস্থিতি অনুকূল নয় দেখে অন্য ট্রিপারটি নিয়ে চালক পালিয়ে যায়। প্রতিবেদন পাঠানো পর্যন্ত দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রিপারটি বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলে রয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে পাথর বোঝাই ট্রিপারটি পাথরের ওজন বহন করতে না পেরে দোকানগৃহ সহ বহতগৃহের উপর পাল্টি খেয়ে পড়ে যেতে পাড়ে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ নিয়ে বসতগৃহের সদস্যরা গভীর আতঙ্কে।

বিজেপি নেতা নীলোৎপল দাস অভিযোগ করে বলেন, জেলা বন আধিকারিক জালনুর আলির প্রত্যক্ষ যোগসাজসেই বৈধ কাগজপত্র ছাড়া পাথর অবাধে পার্শবর্তী রাজ্য ত্রিপুরায় পাচার হচ্ছে। জালনুর আলি ''লাইম স্টোন''-এর আড়ালে গোপন বোঝাপড়ার মাধ্যমেই পাথর পাচারে জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ করেন বিজেপি নেতা নীলোৎপল।

নাগাল্যান্ডে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস কেন্দ্রে মহিলার রহস্যমৃত্যু

ডিমাপুর, ২২ জুলাই (হি.স.) : প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস কেন্দ্রে এক মহিলার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে অবস্থিত হংকং মার্কেটে পেইড প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস কেন্দ্রে সংঘটিত এই মৃত্যুর ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। মহিলার মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি।

৩২ বছর বয়সি মহিলাটি গতকাল অসম থেকে ট্রেনে ডিমাপুর এসেছিলেন। তার পর তিনি পেইড প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে ওঠেন। আজ বুধবার একান্তবাস কেন্দ্রে তাঁর ঘরেই মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে।

এদিকে, স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুসারে নাগাল্যান্ডে ১,০৩০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৫৪৫ জন সক্রিয় এবং ৪৮৫ জন সুস্থ হয়েছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যভিত্তিক করোনা আক্রান্তে শীর্ষে রয়েছে অসম। অসমে ২৬,৭৭২ জন আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১৮,০৩৩ জন সুস্থ হয়েছেন। সক্রিয় ৮,৬৭২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬৪ জনের।

করোনা আক্রান্তে দ্বিতীয় রাজ্য স্থানে ত্রিপুরা। ত্রিপুরায় ৩,৩৪৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১,৯২৬ জন সুস্থ হয়েছেন। সক্রিয় ১,৩৯৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। অরুণাচল প্রদেশে ৮৫৮ জন আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩০৩ জন সুস্থ হয়েছেন। সক্রিয় ৫৫২ জন এবং মৃত্যু হয়েছেন ৩ জন। মণিপুরে ২,০১৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১,৪০০ জন সুস্থ হয়েছেন। সক্রিয় ৬১৫ জন। মেঘালয়ে ৪৯০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৭০ জন সুস্থ হয়েছেন। সক্রিয় ৪১৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। মিজোরামে ৩১৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১৬৮ জন সুস্থ হয়েছেন। সক্রিয় ১৪৯ জন। সিকিমে ৩৩০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১০৮ জন সুস্থ হয়েছেন। সক্রিয় ২২২ জন।

করোনা-কাঁটায় বিদ্ধ বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. পিসি শর্মা

শিলচর (অসম), ২২ জুলাই (হি.স.) : করোনা-কাঁটায় এবার বিদ্ধ হয়েছেন অসম তথা বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ পিসি হৃদয়ালয়ের কর্ণধার ডা. পিসি শর্মা। করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ডা. শর্মা। কয়েকদিন থেকে জ্বর সহ কিছু উপসর্গ দেখা দিয়েছিল তাঁর। তাই আজ বুধবার তিনি শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে কোভিড টেস্ট করান। রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টেই তাঁর পজিটিভ ধরা পড়ে। চিকিৎসার জন্য এবার তাঁকে কোভিড ওয়ার্ডে ভরতি করার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে। ডা. পিসি শর্মার শরীরে কীভাবে করোনার সংক্রমণ ঘটেছে তা তিনি নিজেই ঠাহর করতে পারছেন না। ডা. শর্মা জনসাধারণের প্রতি আবদেন রেখে বলেছেন, গত কয়েকদিনের মধ্যে যদি কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসে থাকেন তবে তাঁরা যেন অতি সত্বর নিজেদের কোভিড টেস্ট করিয়ে নেন। একইভাবে মঙ্গলবার ডা. চন্দ্রকান্ত সরকার এবং তাঁর স্ত্রীর দেহে কোভিড টেস্ট পজিটিভ ধরা পড়েছে। শিলচরের তারাপুরে কালিমোহন রোডে অবস্থিত ডা. চন্দ্রকান্ত সরকার এবং তাঁর স্ত্রী শান্তি সরকার প্রায় দশ দিন থেকে জ্বর এবং শুকনো কাশিতে ভুগছিলেন। তাই কোভিড চেক করাতে মঙ্গলবার শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান। রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টেই তাঁরা দুজন পজিটিভ ধরা পড়েন। তাঁদের শিলচর সিভিল হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তাঁদের দুই ছেলে রাজদীপ সরকার এবং চিন্ময় সরকার বর্তমানে কর্মসূত্রে মুম্বইয়ে।

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রাহুল সিনহার মাথার চুল কামিয়ে দেওয়ার হুঙ্কার অনুব্রত মণ্ডলের

রামপুরহাট, ২২ জুলাই (হি.স.) : বীরভূমের হাঁসন কেন্দ্রের তারাপীঠের তারা উদ্যানে ২১ জুলাই নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজেপির রাহুল সিনহার কটাক্ষের প্রতিবাদে অনুব্রত বলেন, রাহুল সিনহা তোমাকে মানুষ কিন্তু ছাড়বে না। তুমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যা বলেছো, আমরা মানবো না। দরকার হলে, তোমার মাথার এক দিকের চুল কামিয়ে দেব। যদি কোন দিন পাই। সাংবাদিক বৈঠকে অবশ্য কোন কথার প্রেক্ষিতে তিনি এই মন্তব্য করেন, তা খোলসা করে বলতে চাননি। তবে কালিঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল বক্তৃতার পর রাহুল সিনহা বলেন, ২১ সালের পর ভাইপোকে নিয়ে কালিঘাটেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভা করতে হবে।

কালিঘাটেই শুরু, কালিঘাটেই শেষ। এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এই মন্তব্য বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অনুব্রত এদিন বলেন, সালে দেখে নেবে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যায় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি যা বলে আমাদের রুচিতে বাধে। রাহুল সিনহা যা বলেছে, তা সমাজের কাছে বলা যায়? আমাদের বাড়িতে তো মা বোন আছে। আমাদের রুচিতে বাধে।

এদিনের কর্মী সম্মেলনে অনুব্রত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের সহ সভাপতি অভিজিৎ সিনহা, জেলা সম্পাদক ত্রিদিব ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি, রামপুরহাট- ২ ব্লক সভাপতি সুকুমার মুখোপাধ্যায় এবং অঞ্চল সভাপতি ও বুথ সভাপতিরা। সভার শুরুতেই অনুব্রত বুথ সভাপতিদের উদ্দেশ্য বলেন, ৪০ জন পুরুষ ও ২০ জন মহিলা সদস্য নির্বাচন যেন এক পাড়া থেকে নাম কাওয়াস্তে না হয়। কারণ এই বুথ কর্মীদের উপর নির্ভর করছে ২১ শের নির্বাচন। জানা গেছে, যেহেতু কোরোনার প্রভাবে বড় জনসভা করা যাচ্ছে না, তাই ছোট ছোট বুথ সভা করেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। অবশ্য এদিন অনুব্রত জানান দেন যে দুর্গা পূজার পর বড় জনসভা করতে যাচ্ছেন তিনি। সাংবাদিক বৈঠকে সাপ্তাহিক দুদিন লক ডাউনের প্রশংসা করেন। পাশাপাশি, করোনা যোদ্ধা হিসেবে পুলিশ ও স্বাস্থ্য কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, মানুষ সচেতন আছে। তবুও করোনার বাড় বৃদ্ধির কারণ হিসেবে মোদীকে দায়ী করে বলেন, নমস্তে ট্রাম্প করার জন্য দেশে করোনার বৃদ্ধি। তাঁর বক্তব্যে তিনি বলেন, মোদী লক ডাউনের আগে পাঁচটা ট্রেনে করে শ্রমিকদের নিজের বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলে পরিস্থিতি এমনটা হতো না। শ্রমিকদের পরিযায়ীদের ছোট করা হয়েছে। ট্রেনে তাদের খাবার ও জল পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে মমতা জেলার জন্য উদার। অনুব্রত বলেন, রাস্তা ঘাটের জন্য তিন দিন আগে ১৬ হাজার কোটি টাকা নিয়ে এসেছি। ১ লক্ষ বাড়ি নিয়েছি। টাকা পঞ্চায়েতে দিয়েছি। পঞ্চায়েত সমিতির জন্য ১৬০০ কোটি টাকা নিয়ে এসেছি। রাজ্যে হিংসা প্রসঙ্গকে বিক্ষিপ্ত ঘটনার চোখে দেখে অনুব্রতর মন্তব্য, ৩৮০০ বুথের মধ্যে যদি ৫ টি বুথে ঝামেলা হয়, সেটা কী ঝামেলা? কোন দেশ বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কী বলতে পেরেছেন, যতদিন তৃণমূল থাকবে, রেশন ফ্রী, উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, হাসপাতালে চিকিৎসা ফ্রি! এদিন সম্মেলনের শেষে বিজেপি থেকে আগত কয়েকজন সমর্থকদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন অনুব্রত।

করোনায় বাংলাদেশে আরও ৪২ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ২৭৪৪

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২২।। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আরও ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেই সাথে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন ২ হাজার ৭৪৪ জন। নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা বুধবার এ তথ্য জানিয়েছেন।

করোনায় দেশে এখন মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৭৫১ জন। আর মোট শনাক্ত হয়েছেন ২ লাখ ১৩ হাজার ২৫৪ জন। নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১১ হাজার ৯৭৬টি এবং পরীা করা হয়েছে আগের নমুনাসহ ১২ হাজার ৫০টি। এ নিয়ে দেশে মোট নমুনা পরীা করা হলো ১০ লাখ ৬৬ হাজার ৬০৯টি। নমুনা পরীার তুলনায় গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ২২ দশমিক ৭৭ শতাংশ। আর মোট পরীারে ত্রে শনাক্ত হয়েছেন ১৯ দশমিক ২৬ শতাংশ। নতুন করে মারা যাওয়া ৪২ জনের মধ্যে ৩০ জন পুরুষ এবং ১২ জন নারী। মোট শনাক্তেরে ত্রে মৃত্যু হার এখন পর্যন্ত ১ দশমিক ২৯ শতাংশ।

করোনাভাইরাস থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও ১ হাজার ৮০৫ জন। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ১৭ হাজার ২০২ জন। সুস্থতার হার ৫৪ দশমিক ৯৬ শতাংশ।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের

দেহরাদুন, ২২ জুলাই (হি. স.): নিজের বাসভবনে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের আহ্বায়ক সুরেন্দ্র সিংহের সঙ্গে দীর্ঘক্ষন বৈঠক করেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত। বিদেশী পণ্য বিশেষ করে চীনা পণ্য ক্রয় করা থেকে জনগণকে বিরত থাকার জন্য ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ।দেশের অর্থনীতি এবং পণ্য উৎপন্ন উৎপাদনে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য ডিজিটাল সই সংগ্রহ অভিযান শুরু করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন সুরেন্দ্র সিং।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এই অভিযানের সই করেছেন। দেশের অন্যান্য পাহাড়ি রাজ্যের তুলনায় এই অভিযানে এগিয়ে রয়েছে উত্তরাখণ্ড।উল্লেখ করা যেতে পারে ইতিমধ্যেই উত্তরাখণ্ড সরকার বিদেশি পণ্য বিশেষ করে চিনে নির্মিত পণ্য প্রশাসনিক কাজে এবং প্রকল্পে ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়েছে স্বদেশী জাগরণমঞ্চের তরফ থেকে।উল্লেখ করা যেতে পারে করোনা এবং লকডাউন পরিস্থিতিতে ভারতকে আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার আহ্বান করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।দেশীয় পণ্য তৈরি এবং তা আন্তর্জাতিক বাজারে তুলে ধরার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি।পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসনের পর চিনা পণ্যের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই অনাস্থা তৈরী হয় দেশজুড়ে। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর

ডিমা হাসাওয়ে দোকানপাট খোলা রাখার ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের কঠোর নির্দেশ

হাফলং (অসম), ২২ জুলাই (হি.স.) : রাজ্যে দুরন্ত গতিতে কোভিড ১৯ সংক্রমণ হচ্ছে। এর ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বুধবার থেকে ডিমা হাসাও জেলায় দোকানপাট খোলা রাখার ব্যাপারে জেলা প্রশাসন কঠোর নির্দেশনা জারি করেছে। জেলা প্রশাসনের নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলায় বাজারহাট থেকে শুরু করে সব ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সকাল ৮ থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। এবং সন্ধ্যা ৬ টা থেকে পরের দিন সকাল ৮ টা পর্যন্ত সমগ্র জেলায় কার্ফু বলবৎ থাকবে। তাছাড়া সমগ্র পণ্য সামগ্রীর দোকানে অত্যাবশক সামগ্রীর দাম বোর্ডে লিখে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। তাছাড়া বাজারে যাতে অত্যাবশক সামগ্রীর কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করে ব্যবসায়ীরা দাম বৃদ্ধি করতে না পারে সে দিকে নজর রাখার জন্য খাদ্য ও অসামরিক যোগান বিভাগকে নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন জেলা শাসক পল বরুয়া। এছাড়া ব্যবসায়ীদের মুখে মাস্ক পরিধান করা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিতে হ্যান্ড সেনিটাইজার রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সর্বাবস্থায় ব্যবসায়ীদের নিজের দোকানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে আর এই সব নিয়ম নীতি, স্বাস্থ্য বিধি যদি কোনও ব্যবসায়ী মেনে না চলেন তা হলে সংশ্লিষ্ট দোকান বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এ সব নিয়ম নীতি ব্যবসায়ীরা মেনে চলছে কিনা সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখবে দুর্যোগ মোকাবিলা দফতর ও জেলা প্রশাসন, নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নির্দেশ তাৎক্ষণিক ভাবে সমগ্র জেলায় বলবৎ করা হয়েছে।

মহেশপুর সীমান্তে ৮টি ভারতীয় গরু আটক

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২২।। মঙ্গলবার ভোরে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার সামন্তা সীমান্তে আটটি ভারতীয় গরু আটক করেছে বিজিবি সদস্যরা।

সামন্তা বিওপির ক্যাম্প কমান্ডার নায়েব সুবেদার গোলাম মাওলা জানান, মঙ্গলবার ভোরে গরু চোরাকারবারিরা পিকআপে আটটি ভারতীয় গরু নিয়ে সামন্তা বাজার অতিক্রম করার সময় ৫৮ বিজিবির অধীনস্ত সামন্তা বিওপির টহল দল তাদের গতি রোধ করলে তারা গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, এ সময় তারা আটটি গরু আটক এবং পিকআপটি জব্দ করে। গরুগুলোর আনুমানিক মূল্য ৭ লাখ ও গাড়ির মূল্য ১২ লাখ টাকা।

৫৮ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কামরুল আহসান জানান, একটি সিন্ডিকেট গোপনে ভারতীয় গরু পাচার করছিল এমন সংবাদ পেয়ে সামন্তা বাজার থেকে গরু আটক ও গাড়ি জব্দ করা হয়। এগুলো দর্শনা কাস্টমসে জমা দেয়া হয়েছে। 'সীমান্তে যে কোনো ধরণের চোরাচালান কঠোর হস্তে দমন করা হবে,' যোগ করেন কামরুল আহসান।

করোনা ও বন্যা : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ফোন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২২।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বুধবার দুপুরে টেলিফোন করে কুশলাদি বিনিময় করে বাংলাদেশের করোনা ও বন্যা পরিস্থিত সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম জানান, দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর কথপোকথন প্রায় ১৫ মিনিট স্থায়ী হয়। প্রেস সচিব আরও জানান, টেলিফোনে কুশলাদি বিনিময়ের পর ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও এর মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে চান। প্রত্যুত্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকার করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় এবং এর চিকিৎসাে ত্রে যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। পরবর্তীতে ইমরান খান শেখ হাসিনার নিকট বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি তাকে চলমান বন্যার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

বিজেপি জাল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথায় কাকে তুলবে, মেহতাব প্রসঙ্গে ফিরহাদ

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি. স.) : যোগ দেওয়ার ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই বিজেপি ত্যাগ করলেন ফুটবলার মেহতাব হোসেন। মঙ্গলবারই রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারের উপস্থিতিতে পদ্ম শিবিরে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগদান করেছিলেন ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের সেরা মিডফিল্ডার মেহতাব হোসেন। কিন্তু গোটা একটা দিন না কাটতেই দল ত্যাগ করেন তিনি। বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে রাজনৈতিক দল থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন ফুটবলার মেহতাব হোসেন। এই প্রসঙ্গে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম কটাক্ষ করে জানান, 'বিজেপি জাল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথায় কাকে তুলবে। আমি শুনেছি একজন অভিনেত্রী ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে ওকে নিয়ে গিয়েছিল। পরে ওর শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে রাজনীতি করবে না বলে। ধর্মনিরপেক্ষ পথে থাকতে গেলে বিজেপি করা যায় না।' প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার মেহতাব হোসেনের পাশাপাশি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন সংগীতশিল্পী ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বভারতীয় ক্রিকেট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কর্ণধার টি এন মান্না এবং এক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার দ্বীপশিখা আদিত্য।এঁদের হাতে দলের পতাকা তুলে দিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। এর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়ে বিজেপি ত্যাগ করার কথা জানান মেহতাব। নিজের সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, ' মেহতাব হোসেন সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লিখেছেন, " যে মানুষগুলো আমাকে মেহতাব করে তুলেছিল সেই মানুষগুলোর পাশে থাকার জন্যই আমার রাজনীতিতে প্রবেশ করার ইচ্ছা। মনে হয়েছিল, রাজনীতিতে এলে হয়তো আরও বেশি মানুষের কাছে পৌছতে পারব। সারা পৃথিবীর এই খারাপ সময়ে সামর্থ্য অনুযায়ী বহু মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি , তবুও যেন একা পেরে উঠছিলাম না। চারিদিকে ওই অসহায় মুখগুলো আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। চারপাশের সংখ্যাটা রোজ বাড়ছে। তাই হঠাৎ করেই রাজনীতিতে যোগ দিই আমি। তবে তারপর অদ্ভুত একটা উপলব্ধি হয়। যাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমার রাজনীতিতে আসা, তারাই আমাকে অনুরোধ করে, আমি যেন রাজনীতিতে সরাসরি না যাই। মানে, কোথাও গিয়ে তাদের ভাবাবেগ যেন আমাকে রাজনীতিবিদ হিসেবে দেখতে চাইছে না। তাদের কাছে আমি এখনও ফুটবলার , মিডফিল্ড জেনারেল।'

করোনা পরিস্থিতি শেষ হোক, বিরোধীদের দিনে একশোটি করে গোল দেবেন হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ২২ জুলাই (হি.স.) : কংগ্রেস সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো চলমান করোনা অতিমারির কঠিন পরিস্থিতিতেও রাজনীতি করছে। তারা করোনা অতিমারির সুযোগে বিজেপি সরকারকে কোণঠাসা করার নানা ছিদ্রের অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বর্তমান এই দুর্যোগের সময় বিজেপি সরকার জনগণের কল্যাণে করোনা মোকাবিলায় দিনরাত পরিশ্রম করছে। তাই এই সুযোগে কংগ্রেস ও বিরোধী দলের নেতারা যতটা সম্ভব গোল দিতে থাকুক। তবে কোভিড শেষ হওয়ার পর একেক দিনে একশোটা করে গোল দেবেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে এভাবেই হুংকার ছুঁড়েছেন খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব।

গতকাল গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজের এক অনুষ্ঠানে যেভাবে বলেছিলেন, আজও সেই একই ভাষায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, 'দেবব্রত শইকিয়া, তরুণ গগৈ এবং অন্য বিরোধী নেতাদের গতিবিধি আমি দেখছি। করোনা নিয়ে বিজেপি সরকারকে সমালোচনার নমুনা শুনছি। তাই করোনা পরিস্থিতি ঠিকঠাক হয়ে উঠলে তাদের একইদিনে একশোটা করে গোল দিয়ে এর জবাব দেবো।' তিনি বলেন, বর্তমানে কংগ্রেসিরা সহ সব বিরোধীরা খালি মাঠে গোল দিতে তৎপর হয়ে উঠছেন। বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, বিজেপি সরকার বর্তমানে জনগণকে সুরক্ষিত রাখতে করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যস্ত। মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে এখন রাজনৈতিক তর্কবিতর্কের সময় নয়। এই ফাঁকে কংগ্রেস যতটা পারে গোল দিয়ে দিক, তা তিনি পরে বুঝে নেবেন, তাচ্ছিল্য মন্ত্রীর।

বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়াকে উদ্দেশ্য করে মন্ত্রী ড় শর্মা আরও বলেন, বিরোধী দলনেতা করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের মৃত্যু কামনায় ব্যস্ত। কারণ এই করুণ পরিস্থিতিতে দিনরাত এক করে কাজ করছেন তিনি। আর বিরোধীরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উপর এমন অপ্রত্যাশিত অভিযোগ আনছেন, যাতে তিনি হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকেন। বন্যাক্রান্ত মানুষ টাকা পাচ্ছেন না, অফিসাররা কাজকর্ম করছেন না, বিরোধীরা এমন সব অসার অভিযোগ তুলে নিরুৎসাহিত করছেন সরকারকে। এভাবে সরকারি আধিকারিকদের মনোবলে আঘাত করে দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে সরকারি কাজকর্ম স্তব্ধ করে রাজনৈতিক মুনাফা আদায়ের অপপ্রয়াস করছে কংগ্রেস ও বিরোধী দলগুলো। কিন্তু বন্যা সমস্যা ও করোনা অতিমারির সময় রাজনীতি করা ঠিক নয়, পরামর্শ স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার আগেই তিনশো কোটি টাকার অনুদান পাঠিয়েছে। ফলে বন্যার্তদের সাহায্যের কোনও অসুবিধা হবে না বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

বয়সের ছাপ কমাতে কোরিয়ান পদ্ধতি

চেহারায় তারুণ্য ধরে রাখার জন্য রয়েছে সহজ পদ্ধতি। সৌন্দর্য চর্চায় কোরিয়ান পদ্ধতি বেশ সমাদৃত। ত্বকের তারুণ্য, টানটান ও মসৃণ ভাব ধরে রাখতে কোরিয়ানদের রয়েছে বেশি কয়েকটি পদ্ধতি। ত্বক পরিচর্যা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে এই বিষয়ের ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত। মুখ পরিষ্কার করতে মসলিন কাপড় গরম পানিতে ডুবিয়ে ব্যবহার করুন মুখের ত্বক এক্সফলিয়েট ও গভির থেকে পরিষ্কার করতে মসলিন কাপড় ব্যবহার করুন।গরম পানিতে মসলিন কাপড় ডুবিয়ে তা দিয়ে প্রতিদিন মুখ নিচ থেকে ওপরের দিকে মালিশ করুন। দুই সপ্তাহের মধ্যে এর ফলাফল চোখে পড়বে। মুখের ব্যায়াম পশ্চিমা দেশে মুখের আকার সুন্দর রাখতে মুখের যোগ ব্যায়াম করা প্রচলিত। কোরিয়ায় নারীরা একইভাবে মুখের ব্যায়াম করে থাকেন।ইংরেজি বর্ণমালার 'ভাওয়েল' অর্থাৎ 'এ', 'ই', 'আই','ও', 'ইউ' এই অক্ষরগুলো অবসর সময়ে ক্রমাগত উচ্চারণ করে মুখের ব্যায়াম করে থাকেন। এতে মুখের পেশিতে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে এবং ভালো ব্যায়াম হয়।আঙ্গুল দিয়ে মুখে চাপ প্রয়োগবর্তমানে স্যালনে যাওয়া নিরাপদ নয়। তাই নিজে ঘরে বসেই ফেইশল করার চেষ্টা করুন। কোরিয়ানরা ফেইশল করতে নিজের মুখে আঙ্গুল দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে থাকেন।মুখে ক্রিম ব্যবহারের পরে তা গোলাকারভাবে মালিশ করুন। চেষ্টা করুন যেন থুতনি থেকে শুরু করে কপাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুখেই এভাবে মালিশ করা যায়।মুখে চাপ প্রয়োগ করা কেবল রক্ত সঞ্চালনই বাড়ায় না বরং মুখ আর্দ্র রাখতেও সহায়তা করে।

মহামারীর সময়ে মেইকআপে সাবধানতা

যেহেতু বাইরে গেলে মাস্ক ব্যবহার করতে হচ্ছে সেহেতু হালকা মেইকআপই এখন ভালো।করোনাভাইরাসের এই সময়ে ফেইস মাস্ক, স্যানিটাইজার আর হাত মোজা হল দৈনদিন আনুষঙ্গিক। এর ফলে আমাদের দৈনন্দিন সাজগোজের এসেছে খানিকটা পরিবর্তন।মহামারীর এই সময়ে অনেক বেশি প্রসাধনী ব্যবহারের পরিবর্তে প্রসাধনীর ফর্মুলার দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত।সাজসজ্জা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে এই বিষয়ের ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।ফাউন্ডেশন এড়িয়ে চলা: বর্তমানে যেহেতু মুখের অধিকাংশ অংশই মাস্ক দিয়ে ঢাকা থাকে তাই ফাউন্ডেশন ব্যবহার না করাই শ্রেয়। ত্বকের শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন। ময়েশ্চারাইজার ও প্রাইমারের ওপরে ফাউন্ডেশনের প্রলেপ ত্বকের উপর ভারী পরতের সৃষ্টি করে।ভারতের রূপসজ্জা বিশেষজ্ঞ স্যাভলিন মনচন্দা পরামর্শ দেন, "যেহেতু এই সময়ে আমরা মাস্ক ব্যবহার করি তাই ফাউন্ডেশন ব্যবহার না করে কেবল 'কালার কারেক্টর' ব্যবহার করতে পারেন। তবে এই সময় অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার ও এসপিএফ ব্যবহার বাদ দেওয়া যাবেনা। এছাড়াও মেইকআপ হিসেবে মুখের উঁচু অংশে হাইলাইটার ব্যবহার করতে পারেন।"ফর্মুলার দিকে মনোযোগ দিন: ছড়িয়ে পড়বে না বা গলে যাবে না এমন প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত। মেইকআপ স্থায়ী করতে পাউডার ব্যবহার করার পরামর্শ দেন মানচন্দা। কেউ যদি ফাউন্ডেশন ব্যবহার করতে চান তাহলে তা যেন হালকা, তেল বিহীন এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।ভ্রুয়ের দিকে মনোযোগ দিন: এই ভ্রু চেহারার আকার নির্ধারণে সহায়ক। বর্তমানে মাস্ক পরায় কেবল চোখ ও ভ্রুই বেশি নজরে পরে। তাই এর আকারের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।মানচন্দার মতে, যাদের ভ্রু প্রাকৃতিকভাবেই ঘন তারা এর আকারের দিকে মনোযোগ দিতে পারেন। প্রয়োজনে মাস্কারা দিয়ে তা সেট করে নিন। আর যাদের প্রয়োজন তারা আই ভ্রু পেন্সিল দিয়ে ভ্রু এঁকে নিতে পারেন।রঙিন আইশ্যাডো ব্যবহার: এই সময়ে রঙিন আইশ্যাডো, মাস্কারা, গ্লিটার আই লাইনার ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন। এতে চোখের সাজ ফুটে ওঠবে।লিপ বাম: মাস্ক পরার কারণে লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারছেন না। তবুও ঠোঁটের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। ঠোঁটের পরিচর্যার জন্য উন্নত মানের লিপবাম ব্যবহার করা উচিত। এতে ঠোঁট আর্দ্র ও মসৃণ থাকে।

ঘুম থেকে ওঠা ও প্রাতরাশের মাঝে আদর্শ বিরতি

অনেকেই ঘুম থেকে ওঠার পরে দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকেন যা মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়।আদর্শ নাস্তা বলতে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও চর্বি সমৃদ্ধ খাবারকে বোঝায়। তবে এই আদর্শ খাবার খাওয়ার আদর্শ সময় সম্পর্কে অনেকেই সচেতন নন।সকালের খাবার শরীরের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি। আদর্শ ও পুষ্টিকর সকালের নাস্তা বিপাক বৃদ্ধি করে এবং সারাদিন শক্তি সরবারহে সহায়তা করে।স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে সকালের নাস্তার আদর্শ সময় সম্পর্কে জানানো হল। সকালে ঘুম থেকে উঠে যত তাড়াতাড়ি নাস্তা করা যায় তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ততটাই উপকারী।ঘুম থেকে ওঠার দুই ঘন্টার মধ্যে নাস্তা করা উচিত। এতে শরীরে বিপাকও বাড়ে।সকালে শরীরচর্চা করার অভ্যাস থাকলে হালকা কিছু খাবার যেমন- কলা বা অন্য কোনো ফল খেয়ে আধ ঘন্টা অপেক্ষা করে শরীরচর্চা করা উচিত।তবে ব্যক্তিগতভাবে যদি খালি পেটে শরীরচর্চা করতে সাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তাহলে শরীরচর্চা শেষ করে নাস্তা করে নিন।ওজন কমাতে সঠিক সময়ে খাবার খান-হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির করা এক গবেষোণা থেকে জানা যায়, সঠিক সময়ে খাবার খাওয়া না হলে ওজন নিয়ন্ত্রণ বেশ কষ্টকর হয়ে যায়।উপবাস করে ওজন কমাতে চাইলেও খেয়াল রাখতে হবে যেন রাতের খাবার ও সকালের নাস্তার মাঝে পার্থক্য ১২ থেকে ১৪ ঘন্টার বেশি না হয়।এর বেশি সময় ওজন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব রাখে। অনেকেই 'ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং' পদ্ধতির মাধ্যমে ওজন কমাতে সফল হয়েছেন। তবে এটা নিজে করার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নিশ্চিত হওয়া উচিত; তা আপনার জন্য উপযুক্ত কিনা।গবেষণায় দেখা গেছে রাত ও সকালের খাবারের মাঝে ১২ ঘন্টার পার্থক্য খাবার হজমের জন্য যথার্থ। তাছাড়া এই 'সময় বিরতি' ভালো ঘুমেও সহায়াত করে। শরীরের মৌলিক ছন্দ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।খাবারের সঠিক সময়-সকালের নাস্তা: সকাল ৬ থেকে ১০টা। মাঝ সকালের নাস্তা: নাস্তা করার ২ থেকে ৪ ঘন্টা পরে।দুপুরের খাবার: বেলা তিনটার আগে।বিকালের নাস্তা: দুপুরের খাবারের ২ থেকে ৪ ঘন্টা পরে।রাতের খাবার: বিকাল ৫টা থেকে রাট ৮টার মধ্যে।সঠিক সময়ে খাবার খাওয়া ওজন স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে, চর্বি ও কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় এবং সারাদিন শরীর সচল রাখতে সহায়তা করে।

ঘরবন্দি জীবনে ঘরোয়া কলহ এড়াতে

আগে নিজেকে সামলান। পরে অন্যদের দোষ ধরুন।লকডাউনের শুরুতে করোনাভাইরাসের আতঙ্ক থাকলেও চাকরিজীবীদের ঠোঁটের কোণে ক্ষণিকের জন্য হলেও একচিলতে হাসি হয়ত খেলেছিল।ঘরে বসে অফিস করার সুবাদে প্রতিদিন সকালে পড়িমড়ি করে অফিস ছুটতে হবে না, যানজট সইতে হবে না, যাতায়াতের খরচ বাঁচবে, পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহের প্রতিটা দিন কাটানো যাবে।সপ্তাহে পাঁচ কিংবা ছয়দিনই দিনের অর্ধেক সময় অফিসে আর আরও কয়েক ঘণ্টা রাস্তায় কেটে যাওয়া মানুষগুলো হয়ত হাপ ছেড়েছিলেন।তবে দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেছে তিনটি মাস। এরমধ্যে অনেকের অফিস শুরু হয়েছে সীমিত পরিসরে, কারও এখনও ঘরে বসেই কাজ চলছে।তবে পরিবারের সঙ্গে অনেকটা সময় ইতোমধ্যে সবাই কাটিয়েছেন। কেউ হয়ত বলবেন একটু বেশিই বেশি সময় কাটানো হয়ে যাচ্ছে, ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছে অল্পতেই।সম্পর্কবিষয়ক একটি ওয়েবসাইট প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সামলানো কয়েকটি উপায়। বিস্তারিত জানানো হল সেই প্রতিবেদনের আলোকেই।আগে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাপ্রথমেই আপনার যা জানতে হবে তা হল, পরিবারের সঙ্গে প্রায়শই বাকবিতণ্ডা হওয়ার ঘটনার শুধু যে আপনার জীবনেই ঘটছে তা নয়, অনেকের দৈনন্দিন জীবনেই তা এখন নিত্যদিনের ঘটনা। ঘরের প্রতিটি মানুষের মেজাজই তীক্ত বিরক্ত, যেন বারুদের মতো সামান্য ঘষাতেই জ্বলে ওঠে। আর একারণেই হয়ত গৃহবন্দি কর্মজীবীরা এখন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য আক্ষেপ করছেন। তবে তা কতদিনে হবে, কবে পুরানো সেই স্বাভাবিক জীবন ফিরবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই ঘরের প্রতিটি মানুষের একটি গুরুতর দায়িত্ব হল নিজেদের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখা।কথা বলার আগে একটু থামাতো কীভাবে রাখবেন মেজাজে লাগাম? পুরানো কিন্তু কার্যকর উপায় মুখে লাগাম দেওয়া। অফিসের জরুরি মিটিংয়ের সময় ঘরে বাচ্চাদের বেসামাল কোলাহল, স্ত্রীর ঘরের কাজ নিয়ে কটা কথা শুনিয়ে দেওয়া, কিংবা অফিসের বস ঘরে বসা কর্মী পেয়ে বেহিসাব কাজ দিতে থাকা এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন যা আপনার ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষা নিচ্ছে। সঙ্গে আর্থিক দুশ্চিন্তা তো আছেই।এমন অবস্থায় রাগে গর্জে ওঠা স্বাভাবিক। মেজাজ সামলানোই বরং কঠিন। তবে কঠিনটাই আপনাকে করতে হবে। এজন্য রাগের মুহূর্তে যেকোনো শব্দ উচ্চারণের আগে কয়েক সেকেন্ডের বিরতি দিন, কি বলতে যাচ্ছেন তা একবার নিজের মনেই শুনে দেখুন।এই সামান্য বিরতি আপনাকে কিছুটা হলেও শান্ত করবে, এরপর আলাপে জড়ালে হয়ত ফলাফল আগেকার থেকে অনেকটা শোভন হবে।নিজেই পরীক্ষা করা-এবার আসা যাক কেন এমন হচ্ছে সেই কারণ নিয়ে বিশ্লেষণ। কী খেয়েছেন আজ? ঘুম কেমন হয়েছে শেষ রাতে? সকাল থেকেই প্রচণ্ড মানসিক চাপে আছেন কাজ কিংবা পারিবারিক দায়িত্ব নিয়ে?এসব ভাবলে নিজেই পেয়ে যাবেন আপনার খিটখিটে মেজাজের কারণ। আপনি যেভাবে কারণ বের করেছেন একই পদ্ধতি পরিবারের অন্যদেরও জানান, তবে তারাও তাদের বদমেজাজের কারণ খুঁজে পাবেন।এতে পরিবারের সকলেই নিজেদের এবং আশপাশের মানুষের আচরণে ভালোমন্দ অনুধাবন করতে পারবেন।প্রয়োজনটা বলা-মনে রাখতে হবে, পরিবারের মানুষগুলো সবাই আপনার আপনজন। তাই তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কখনই ভালো কিছু বয়ে আনবে না। তাদের ওপর ক্রোধ বর্ষণ না করে বরং জানান আপনার কী দরকার। তাদের কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন সেটা তাদেরকে জানান মৌখিকভাবে। বিরক্ত হয়ে কারও কোনো উপকার হবে না।আলাদা সময়-দিনশেষে সবারই প্রয়োজন একটু নিজস্ব সময়। এটা নিজের ক্ষেত্রে নিজেই বেছে নিন। অন্যদেরকেও নিজের মতো করে সময় কাটানোর সুযোগ দিন। আপনি অনেক কাজ করছেন আর আরেকজন ব্যক্তিগত সময় কাটাচ্ছে তা দেখে যেমন ফুঁসে ওঠা যাবে না তেমনি ঘরের কাজে সাহায্য করার মানসিকতাও থাকতে হবে। আর মন ভালো না লাগলে খুঁটিনাটি কোনো কাজে জড়িয়ে যান। চা বানাতে পারেন, বই পড়তে পারেন, সিনেমা দেখতে পারেন, বন্ধুর সঙ্গে ফোনে আড্ডা জমাতে পারেন।সবার মিলিত চেষ্টাই পারে একটি সুস্থ পারিবারিক পরিবেশে গড়তে।

ইতালিয়ান ফোকাচ্চা ব্রেড

পিৎজার মতো করে তৈরি করা হয় এই রুটি। রেসিপি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী তাসনুভা মাহমুদ নওরিন।আমেরিকান উচ্চারণে ফোকাচিয়া নামে পরিচিত। অনেকে ফোকাশিয়া ব্রেডও বলেন। ইতালির এই জনপ্রিয় খাবার নিজেই তৈরি করুন।উপকরণ: ময়দা দেড় কাপ। ইস্ট ১ চা-চামচ। লবণ আধা চা-চামচ। চিনি ১ চা-চামচ। অলিভ অয়েল দুতিন টেবিল-চামচ। কুসুম গরম পানি পরিমাণ মতো। সবজি পছন্দ মতো।পদ্ধতি: ময়দার সঙ্গে তেল ছাড়া পানি দিয়ে বাকি উপকরণ মিশিয়ে নরম ডো বানিয়ে নিন।প্রথম দিকে ডো'টা হাতে লেগে আসলেও ভালো মতো মথার কারণে এক সময় ঠিক হয়ে যাবে।এর পর উপরে অলিভ ওয়েল দিয়ে মেখে গরম কোনো জায়গায় ঢেকে রেখে দিন দুএক ঘণ্টা।দুই ঘণ্টা পর যে প্যানে বেইকড করবেন সেখানে দুতিন টেবিল-চামচ অলিভ ওয়েল দিয়ে এর ওপর ডো বা খামির দিয়ে তেলটা মাখিয়ে রেখে দিন যতক্ষণ না খামির নিজে নিজেই প্যানের আকার হয়ে আসছে।প্যানের আকার হয়ে আসলে ওপরে আবার দুক টেবিল-চামচ অলিভ অয়েল দিয়ে দুই হাতের আঙুল দিয়ে এলোপাতারি-ভাবে পাঞ্চ করে দিন।এর ওপর পছন্দ মতো সবজি, অরিগানো, চিলি ফ্ল্যাক্স ছিটিয়ে দিয়ে সাজিয়ে বেইকড করুন ১৫ থেকে ২০ মিনিট বা উপরের রং পরিবর্তন হওয়া পর্যন্ত।গরম গরম পরিবেশন করুন। এই রুটি ভেতরে নরম আর ওপরে মচমচে থাকবে।

সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা

'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' পদ্ধতিতে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পদ্ধতি।বর্তমান মহামারীর কারণে অনেক প্রতিষ্ঠানই ঘরে বসে কাজ করার পদ্ধতি চালু করেছে। তাই কাজের গতি ও মান যেন ঝিমিয়ে না পড়ে এবং সহকর্মীদের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থাকে সেজন্য অনলাইনেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।সম্পর্ক-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ঘরে বসে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্কে বজায় রাখা কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল।কৌশল অনুসরণ: প্রথমত, কেনো এবং কীভাবে সহকর্মীরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে তা তাদের জানানোর ব্যবস্থা করুন। প্রতিষ্ঠানে আপনার ভূমিকা, দক্ষতা, যোগ্যতা, আগ্রহ, শখ ইত্যাদি বিষয়গুলো সহকর্মীদের জানান প্রয়োজন এবং সে অনুযায়ী তারা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। এই সময়ে যোগাযোগ ও সম্পর্ক সবচেয়ে বড় বিষয়। পেশায় সমমনা লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে ও যোগাযোগ বাড়াতে নিজের বিষয়গুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করুন। এতে পরিচিতি বাড়বে। এছাড়াও আপনার অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়গুলো যুক্ত করা হলে তা পেশায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।উদার মনোভাব: নতুন কর্মীদের সঙ্গে ভালোভাবে যুক্ত হওয়ার অন্যতম উপায় হল তাদেরকে নিজের সম্পর্কে জানান এবং আপনার বিশেষ কোনো গুণ বা দক্ষতা থাকলে তাদেরকে সে ক্ষেত্রে সাহায্য করার চেষ্টা করা। কর্মদল গঠন করতে আপনার সহায়তা দরকার কিনা এবং সে অনুযায়ী তাদের সহায়তা করা হতে পারে উদার মনোভাবের প্রকাশ।ভার্চুয়াল আলাপ আলোচনা: বর্তমানে, সাধারণ মিটিং, কনফারেন্স কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু কর্ম ক্ষেত্রে এগুলো অত্যাবশ্যক। তাই কাজের গতি ও মান মসৃণ রাখতে অনলাইনে কনফারেন্সের আয়োজন করুন। সারা সপ্তাহের পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সহকর্মী ও ক্লায়েন্টদের সঙ্গে আলোচনা করুন। এছাড়াও, সহকর্মীদের খোঁজ খবর নিন। কাজের সময়ের বাইরে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। মোটকথা, সহকর্মীদের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগ নিশ্চিত করুন।নতুন অভিজ্ঞতা জানাতে পারেন: বর্তমানে অনলাইনে অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে শেখার অনেক কিছু আছে। এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনি নিজে ও সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে অনলাইনে কাজ করার দক্ষতা বাড়াতে পারেন। ভার্চুয়াল কোচিংগুলো আপনাকে এই ধরনের কাজে দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা করতে পারবে ও দক্ষতা বাড়াবে। তাই সহকর্মীদের সঙ্গে এই সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

২৪ ঘণ্টা না কাটতেই বিজেপি ত্যাগ মেহতাবের

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি. স.): ২৪ ঘণ্টা কাটতে পারল না তার আগেই দল ছাড়লেন ফুটবলার মেহতাব হোসেন। গতকালই রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ,বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারের উপস্থিতিতে পদ্ম শিবিরে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগদান করেছিলেন ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের সেরা মিডফিল্ডার মেহতাব হোসেন। কিন্তু গোটা একটা দিন না কাটতেই দল ত্যাগ মেহতাবের। বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে রাজনৈতিক দল থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন ফুটবলার মেহতাব হোসেন। মেহতাব হোসেন সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লিখেছেন, '' যে মানুষগুলো আমাকে মেহতাব করে তুলেছিল সেই মানুষগুলোর পাশে থাকার জন্যই আমার রাজনীতিতে প্রবেশ করার ইচ্ছা। মনে হয়েছিল, রাজনীতিতে এলে হয়তো আরও বেশি মানুষের কাছে পৌছতে পারব। সারা পৃথিবীর এই খারাপ সময়ে সামর্থ্য অনুযায়ী বহু মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি , তবুও যেন একা পেরে উঠছিলাম না। চারিদিকে ওই অসহায় মুখগুলো আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। চারপাশের সংখ্যাটা রোজ বাড়ছে। তাই হঠাৎ করেই রাজনীতিতে যোগ দিই আমি। তবে তারপর অদ্ভুত একটা উপলব্ধি হয়। যাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমার রাজনীতিতে আসা, তারাই আমাকে অনুরোধ করে, আমি যেন রাজনীতিতে সরাসরি না যাই। মানে, কোথাও গিয়ে তাদের ভাবাবেগ যেন আমাকে রাজনীতিবিদ হিসেবে দেখতে চাইছে না। তাদের কাছে আমি এখনও ফুটবলার , মিডফিল্ড জেনারেল। ওদের ভালবাসাই আমাকে মেহতাব করে তুলেছিল। আমার পরিশ্রম আর স্বপ্নকে ওই মাঠে-ময়দানের মানুষগুলোই বাস্তবে পরিণত করেছিল। তাদের ওদের অনুরোধ আমাকে অনেক কিছু শিখিয়ে গেল। মনে হল , আমি যাদের জন্য রাজনীতিতে এলাম তারাই আমাকে এই বেশে দেখতে চাইছে না। তাহলে কিসের জন্য আমি নিজের সত্ত্বাটা বদলাতে চাইছি? কিসের জন্য নিজেকে এক লহমায় আলাদা করতে চাইলাম?তাই অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম, রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেব। মাঝেমধ্যে , বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে ত্যাগ করতে হয়। আমিও তাই করতে চাই। নিজের রাজনৈতিক পরিচয়ের থেকে আমার কাছে ওই মানুষগুলোর ভালবাসা অনেক বেশি দামী, অনেক বেশি প্রিয়। ওই উন্মুক্ত সবুজ মাঠই আমার জায়গা , ওই গ্যালারির গগনভেদী 'মেহতাব-মেহতাব' চিৎকারই আমার পছন্দের শ্লোগান। সেই শ্লোগানে অন্যকিছু মিশুক তা আমি চাই না। আমি চাইনা আমার ভালবাসার ও খুব কাছের লোকগুলো এইভাবে দুরে সরে যাক। ওদের জন্যই তো আমার যাবতীয় লড়াই , ওরাই যখন চাইছে না তখন নিজেকে "রাজনীতিবিদ" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যর্থ চেষ্টা না করাই ভাল। আমি চাই না আমার জীবনটা বদলে যাক। আমার পরিবার মৌমিতা, জিদান, জাভি কেউই সমর্থন করেনি আমার আকস্মিকতা। ঠিক যেভাবে সাধারণ মানুষ কষ্ট পেয়েছে , সেভাবে ওরাও পেয়েছে। সকলকে নিয়েই তো আমার পরিবার। পরিবারের মুখগুলো কষ্ট পেলে আমিও ভেঙে করি, এটাই স্বাভাবিক- এটাই জীবনের নিয়ম। আমার কাছে অন্য কোনও কিছুর থেকে ওই "মিডফিল্ড জেনারেল " নামটা অনেক বেশি প্রিয় , অনেক বেশি আপন। কারোর প্রতি কোনও ঘৃণা নেই , রাগ নেই। বাইরের কেউ এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্যও করছে না। সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাতেই সরে যাচ্ছি এই রাজনীতির ময়দান থেকে। যেভাবে মানুষের পাশে থেকেছি সেভাবে ভবিষ্যতেও থাকব। আজ থেকে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমি যুক্ত নই। আমার এই সিদ্ধান্তের জন্য আমার সকল শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করছি"।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার মেহতাব হোসেনের পাশাপাশি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন সংগীতশিল্পী ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বভারতীয় ক্রিকেট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কর্ণধার টি এন মান্না এবং এক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার দ্বীপশিখা আদিত্য।এঁদের হাতে দলের পতাকা তুলে দিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ।

করোনা-আক্রান্ত পরিবারে হামলার অভিযোগ নিয়ে উত্তেজনা

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি. স.) : দক্ষিন কলকাতার পাটুলি থানার কেন্দুয়ায় এক স্কুল শিক্ষিকার করোনা আক্রান্ত পরিবারের ওপরে তাঁদেরই এক প্রতিবেশী চড়াও হয়ে মারধর করেছে বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে পাটুলি থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও এখনও পর্যন্ত পুলিশ অভিযুক্ত পিতা-পুত্রকে গ্রেফতার করেনি।

কেন্দুয়া মেন রোডে এক আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে থাকেন যাদবপুর হাইস্কুলের শিক্ষিকা সোমা নাগ ও তাঁর স্বামী হিরক নাগ। তাঁদের এক ছেলে ও এক পরিচারিকাও তাঁদের সঙ্গেই থাকেন। হিরকবাবু ও তাঁদের বাড়ির পরিচারিকা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। অভিযোগ সেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ওই আবাসনেরই একটি পরিবার হিরকবাবুর পরিবারের সঙ্গে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার শুরু করেন। অভিযোগ, ফোন করে হুমকি ধমকি দেওয়া থেকে শুরু করা হিরকবাবুদের ফ্ল্যাটে চড়াও হয়ে তাঁদের মারধর করেও আসেন ওই পরিবারের দুই পুরুষ জয়ন্ত ঘোষ ও তাঁর ছেলে অনির্বাণ ঘোষ। গতকাল দুপুরে এই দুই অভিযুক্ত হিরকবাবুর ফ্ল্যাটে ঢুকে তাঁকে মারধর শুরু করলে তাদের বাধা দিতে আসেন ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা সোমা নাগ। ওই দুই অভিযুক্ত তাঁকেও মারধর করে। কোনওরকমে ওই দুইজনকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে দরজা আটকে দিতে সক্ষম হন। গতকাল রাতেই এই বিষয়ে পাটুলি থানায় পভিযোগ দায়ের করেন হিরকবাবু। একই সঙ্গে ফোনে বিষয়টি বিস্তারিত জানান পাটুলি থানার পুলিশ আধিকারিক সৌম্য ঠাকুরকে। ওই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার না হওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে পাটুলি এলাকায়। সোমা দেবীর অভিযোগ, তাঁর স্বামী আর বাড়ির পরিচারিকা করোনা আক্রান্ত, এই খবর চাউর হতেই ওই আবাসনের কিছু বাসিন্দা ধীরে ধীরে অপরিচিত হতে শুরু করে। প্রথমে কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তাঁদের সঙ্গে অনেকেই অভব্য আচরণ করতে থাকেন। কার্যত তাঁদের একঘরে করে রাখা হয়।

প্রয়াত সাংবাদিক রহিত বসু

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি. স.) : প্রয়াত হলেন সাংবাদিক রহিত বসু। বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি বুধবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় মারা যান। তাঁর স্ত্রী ও এক কন্যা বর্তমান। আদতে দমদমের বাসিন্দা রহিতবাবু এলাকায় পরিচিত ছিলেন পুপুল নামে। ছাত্রাবস্থায় বাম রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। আদ্যন্ত বিজ্ঞানের ছাত্র রহিত বসুর শিক্ষাজীবনও বর্ণময়। শহিদ রামেশ্বর বিদ্যামন্দিরে তাঁর পড়াশোনা শুরু। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে দমদম মতিঝিল কলেজ, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে ছাত্রজীবন কাটিয়েছেন তিনি। প্রথম কর্মজীবনে আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন। রাজনৈতিক সংবাদদাতা হিসাবে তাঁর বিশেষ সুনাম ছিল। পরে 'উত্তরবঙ্গে সংবাদ'-এ যোগ দেন অ্যাসোসিয়েট এডিটর হিসাবে। গত প্রায় দেড় বছর ধরে তাঁর কর্মস্থল ছিল শিলিগুড়ি। একদিন, তারা নিউজ, খাস খবরে তিনি অসংখ্য বিষয়ে লিখেছেন ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন।একাধিক অ্যাড এজেন্সিতে কাজের সূত্রে তিনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় রেখেছিলেন।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শোকবার্তায় লিখেছেন, "রহিত বসুর মৃত্যুতে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তাঁর সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয় ও হৃদ্যতা ছিল। তাঁর প্রয়াণে সাংবাদিকতা জগতে শূন্যতার সৃষ্টি হল। আমি রহিত বসুর পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।"

বাইরে বেরোলে মাস্কে সাপোর্ট": শহরবাসীকে বার্তা কলকাতা কমিশনারের

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি স): দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে জাঁকিয়ে বসেছে অজানা ভাইরাস করোনা। চোখে দেখা না গেলেও তীব্র ক্ষমতাসম্পন্ন এই ভাইরাস। আর এই করোনা ভাইরাস আতঙ্কে কাঁপছে শহর।চিকিৎসকের তরফে শহরবাসীকে সব সময় পরতে বলা হচ্ছে মাস্ক। আর তাই শহরবাসীকে সচেতন করতে বুধবার টুইট করে শহরবাসীকে সবসময় মাস্ক পরার আবেদন কলকাতা পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মার।

করোনা দমনে একমাত্র সহজ উপায় সবসময় মাস্ক পরা। কঠিন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকের বারবারই বলছেন সবসময়ের সঙ্গী বানিয়ে নিতে হবে মাস্ককে। করোনা সংক্রমণকে ঠেকাতে তৎপর প্রশাসন। কিন্তু এখনও অনেকেই রাস্তায় বেরোলে পরছে না মাস্ক। আর তাই এবার শহরবাসীর সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে ইতিমধ্যেই শহরবাসীকে মাস্ক বিলি করেছে কলকাতা পুলিশ। তারই মাঝে এদিন টুইট করে কলকাতা পুলিশ কমিশনার কলকাতা পুলিশের একটি ছবি পোস্ট জানিয়েছেন, " এখন করোনা রয়েছে দাপট, বাইরে বেরোলে মাস্কে সাপোর্ট"।

সুস্থ হয়ে ওঠার হারের নিরিখে দেশের মধ্যে এগিয়ে দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি. স.): দিল্লিতে বেড়ে চলা করোনা সংক্রমণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা।গোটা দেশজুড়ে সুস্থ হয়ে ওঠার হার যেখানে ৬৩.১৩ শতাংশ। সেখানে শুধুমাত্র দিল্লিতে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৮৪.৮৩ শতাংশ।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে সুস্থ হয়ে ওঠার নিরিখে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এগিয়ে দিল্লি।এই তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কেন্দ্রীয় শাসিত লাদাখ। সেখানে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৮৪.৩১ শতাংশ। তিন নম্বর স্থানে রয়েছে তেলেঙ্গানা। দক্ষিণের এই রাজ্যে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৭৮.৩৭। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক অনুযায়ী দেশের ১৬ টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সুস্থ হয়ে ওঠার হারের নিরিখে উন্নতি হয়েছে।এই তালিকায় রয়েছে হরিয়ানা, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, রাজস্থান, গুজরাট, ছত্রিশগড়, অসম ওডিশন মতন রাজ্যগুলি।

বাংলাদেশী জলদস্যু গ্রেফতার

সোনারপুর, ২২ জুলাই (হি. স.) : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এক বাংলাদেশী জলদস্যুকে গ্রেফতার করল সোনারপুর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আশারফ সর্দার ওরফে জিয়া গাজী। তার বাড়ি বাংলাদেশের সাতখিরায়। তিন বছর আগে এদেশে আসে সে। বিনা পাসপোর্টে এদেশে এলেও নিজের যাবতীয় ভারতীয় পরিচয় পত্র বানিয়ে নিয়েছিল সে। তার কাছ থেকে বেশ কিছু বাংলাদেশী টাকা উদ্ধার করে সোনারপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, বাংলাদেশে দস্যুগিরি করে এদেশে পালিয়ে এসেছিল সে। আশারফ সর্দারকে গ্রেফতার করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর আরও বড় সাফল্য পেল সোনারপুর থানার পুলিশ। আশারফকে ভুয়ো আঁধার কার্ড, ভোটার কার্ড ও প্যান কার্ড তৈরি করে দেওয়ার ঘটনায় আরও দুজনকে গ্রেফতার করে সোনারপুর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল মুজিবর লস্কর ও কুমারেশ মহাজন। মুজিবর চাকলা কুস্তিয়ার বাসিন্দা অন্যদিকে কুমারেশের বাড়ি চম্পাহাটি এলাকায়। তল্লাশি চালিয়ে এদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দুটি কম্পিউটার, ২টি প্রিন্টার, বায়োমেট্রিক মেশিন। এরা আঁধার কার্ড বানাতো বলে অভিযোগ। এদের সাথে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা বা কোনও চক্র কাজ করছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জেনেছে সোনারপুরের প্রসাদপুর এলাকায় মুজিবের একটা সাইবার ক্যাফে আছে। সেখানেই কুমারেশ এই চক্র চালাত। এর আগে এইভাবে বহুজনকে তারা ভুয়ো পরিচয় পত্র, প্যানকার্ড তৈরি করেছে বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এ বিষয়ে আরও তদন্ত করতে চায় সোনারপুর থানার পুলিশ।

বাঘজানের তেল খাদে ফের অগ্নিবিস্ফোরণ এবার দগ্ধ তিন দেশি সহ ছয় বিদেশি বিশেষজ্ঞ

বাঘজান (অসম), ২২ জুলাই (হি.স.) : উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত বাঘজানে অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ৫ নম্বর তেল খাদানে বুধবার অপরাহ্নের দিকে ফের অগ্নিবিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছে। বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন ছয় বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার। অগ্নিদগ্ধদের মধ্যে তিনজন ভারতীয় এবং বাকি তিনজন বিদেশি বলে জানা গেছে। বিদেশিরা সিঙ্গাপুরের অ্যালার্ট ডিজেস্টার কন্টোল নামের এক সংস্থার বিশেষজ্ঞ ইইঞ্জিনিয়ার। তাঁরা অ্যান্থনি স্টিভেন রেনল্ড (আমেরিকা), ডোগ ডিল্লাস (আমেরিকা) এবং ক্রেইগ নীল ডাকান।

আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা গত ১২ জুন বাঘজানে এসেছিলেন। তবে তার আগে নীল ডাকান এসেছিলেন ৮ জুন। ইতিমধ্যে অগ্নিদগ্ধ বিশেষজ্ঞদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এই খবর দিয়ে অয়েল ইন্ডিয়ার মুখপাত্র ত্রিদীপ হাজরিকা জানান, বাঘজানে তেলখাদের আগুন আজ প্রায় নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। আগুন ধীরে নিভতে শুরু করেছে দেখে তেল খাদের মুখ বন্ধ করার প্রযুক্তি প্রয়োগ করছিলেন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা। তখনই আচমকা সংঘটিত হয় বিস্ফোরণের ঘটনা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২৭ মে থেকে অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের বাঘজান খাদান থেকে অবিরত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস নির্গত হচ্ছে। এর পর ৯ জুন তেল খাদান থেকে নির্গত আগুন কেড়ে নিয়েছে দুই ব্যক্তির। তাঁরা অয়েল ইন্ডিয়ার অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর দুই জওয়ান দুর্লভ গগৈ এবং তিলেশ্বর গোহাঁই। ওই দিনের বিস্ফোরণ এবং খাদান থেকে নির্গত আগুনের গোলা বাঘজান ও নিকটবর্তী গ্রাম পুড়ে ছাই করে দিয়েছিল। গ্রামের গৃহস্থদের ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিতে হয়েছে। বহু প্রাণীসম্পদ পুড়ে যায় সেদিনের আগুনে। আগুন এখনও জ্বলছে।

কবে থেকে নিয়মিত শুনানি, ঠিক করবে সাতজন বিচারপতির কমিটি

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি. স.): দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টের সাত জন বিচারপতির কমিটি আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত নেবে যে কবে থেকে সুপ্রিম কোর্টে নিয়মিত মামলার শুনানি হবে। বুধবার প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে একটি মামলার শুনানি চলাকালে এই কথা জানিয়েছেন।করোনা পরিস্থিতিতে বর্তমানে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমেই শুনানি প্রক্রিয়া চলছে দেশের এই শীর্ষ আদালতে।করোনার জেরে গত ২৫ মার্চ দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল।সেই সময় থেকে এখনো পর্যন্ত ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শুনানি চলছে সুপ্রিম কোর্টে। এরমধ্যে অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে নিয়মিত শুনানির দাবিতে প্রধান বিচারপতির কাছে চিঠিও দেওয়া হয়েছিল।

রাত পোহালেই রাজ্যজুড়ে লকডাউন

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি স): রাজ্যজুড়ে দ্রুত বাড়ছে সংক্রমণ। আর তাই করোনা দমনে রাত পোহালেই রাজ্যজুড়ে লকডাউন। সংক্রমণ এড়াতে প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। চলতি সপ্তাহে বৃহস্পতি ও শনিবার লকডাউন।

করোনা আতঙ্কে থরহরিকম্প রাজ্যবাসী। যত সময় যাচ্ছে ততই জাঁকিয়ে বসছে করোনা। আর তাই এখন থেকে রাজ্যজুড়ে প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে সম্পূর্ণ লকডাউন হবে। চলতি সপ্তাহে বৃহস্পতি ও শনিবার সম্পূর্ণ লকডাউন হবে। আগামী সপ্তাহে আপাতত বুধবার সম্পূর্ণ লকডাউন। তবে, যে দুদিন লকডাউন চলবে সেই দিনগুলি অফিস, কাছারি কিচ্ছু খুলবে না। সরকারি-বেসরকারি কোনও পরিবহন চলবে না। আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ছটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চলবে লকডাউন। বন্ধ থাকলে সরকারি-বেসরকারি সমস্ত অফিস। তবে,ওষুধের দোকান স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে রয়েছে ছাড়।

খোদ এনআরসেই তিনদিনে করোনা আক্রান্ত ১৪২

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি. স.) : করোনা থাবা অব্যাহত এনআরস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এনআরএস হাসপাতালে ক্রমাগত বাড়ছে করোনা হানা। তিনদিনে খোদ এনআরসেই করোনা আক্রান্ত ১৪২। চোখে দেখা না গেলেও করোনা ভাইরাস কতটা ভয়ঙ্কর এতদিনে তা বুঝে গেছে শহরবাসী। যত সময় বাড়ছে ততোই বাড়ছে করোনা আতঙ্ক। এরই মাঝে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আক্রান্তদের চিকিৎসা করতে গিয়ে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বহু চিকিৎসক। তবুও তারা তাদের কাছে অবিচল। এরই মাঝে ফের করোনা হানা এনআরএস হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রে খবর,এনআরসে তিনদিনে করোনা আক্রান্ত ১৪২।তার মধ্যে সোমবার ছিল ৬৬। মঙ্গলবার ৩৪। আর আজ বুধবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত ৪২। জানা যাচ্ছে এদের মধ্যে ১০ জন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী। আর বাকি রোগীরা অনেকেই ভর্তি হয়েছিলেন অন্য রোগের চিকিৎসার জন্য।পরবর্তীকালে নমুনা পরীক্ষা করা হলে সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

মণিপুরের জল প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি. স.) : ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মণিপুরের জল প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২৩ শে জুলাই, বৃহস্পতিবার এই জল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি।এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মণিপুরের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য এবং রাজ্য থেকে নির্বাচিত লোকসভা ও রাজ্যসভার জনপ্রতিনিধিরা। বুধবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যের ১১৮৫ বসতি এলাকায় বসবাসকারী ১৪২৭৪৯ পরিবার এই জল প্রকল্প থেকে উপকৃত হবে।জল জীবন মিশন মাধ্যমে এই প্রকল্পটি গড়ে তোলা হবে।পাশাপাশি উপকৃত হবে রাজ্যের ১৬ জেলা। কেন্দ্র এবং মনিপুর সরকারের লক্ষ্য ২০২৪ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া।এই প্রকল্পের ফলে উপকৃত হবে সেখানকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ বাসিন্দারা।

কৃষি-শিল্পের উন্নতির কারণেই রাজ্যে বেকারত্ব কমেছে, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২২জুলাই (হি. স): মঙ্গলবার ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেই লক ডাউনে রাজ্যে বেকারত্বের হার ৪০ শতাংশ কমেছে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার উপান্ন উদ্বোধন করতে গিয়ে ফের একবার সেই কথা জানালেন তিনি। একইসঙ্গে এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রে ৪৫ শতাংশ বেকারত্ব বেড়েছে বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন নবান্ন সংলগ্ন তিনতলা নতুন ভবন উপান্ন উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই নতুন ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর গ্রিভান্স সেল তৈরি হবে। রাজ্যজুড়ে রাজ্য সরকারি দফতর ও শাসক দলের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে এখন প্রায়ই অভিযোগ উঠছে দুর্নীতি ও অসহযোগিতার। এই নতুন গ্রিভান্স সেলে সেই অভিযোগ সরাসরি জানানো যাবে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই পদক্ষেপ নিজেদের ভাবমূর্তি বজায় রাখার পন্থা বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

অন্যদিকে, এদিন কৃষি, কৃষি বিপণন দফতর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, উদ্যানপালন ও মৎস্য দফতরের সঙ্গে এক বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরেই নতুন ভবনের উদ্বোধন সেরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'করোনা আবহ ও লকডাউন চালকালীন দেশে বেকারত্ব বেড়েছে। কিন্তু বাংলায় কমেছে বেকারত্ব। কারণ বাংলা প্রথম থেকেই বেকারত্ব মোকাবিলার একাধিক পরিকল্পনা করেছিল রাজ্য।' এদিকে রাজ্যে ফিরে বহু পরিযায়ী শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন। তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিয়েও এদিন বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে এদিন জানান, 'যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্ল্যান এ, বি, সি তৈরি রাখা দরকার। এ নিয়েই আজকে বৈঠকে বসেছিলাম আমরা। কৃষি ও শিল্প একই মায়ের দুই মেয়ে। কৃষি-শিল্প একসঙ্গে থাকলে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। রাজ্যে কৃষির ও শিল্প-দুইয়েরই উন্নতি করা গিয়েছে, তাই বেকারত্ব অনেকটাই কমেছে রাজ্যে'।

আমফানের দুর্নীতির প্রতিবাদে পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ বিজেপির

বারুইপুর, ২২ জুলাই (হি. স.) : ঘূর্ণিঝড় আমফানে পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা দুর্নীতি করেছেন বলে অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েতের সামনেই বিক্ষোভ দেখালেন একদল বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত সাউথ গড়িয়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে।

বিজেপির অভিযোগ এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ অন্যান্য সদস্যরা আমপানের ক্ষতিপূরণ নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি করেছেন। যারা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাদেরকে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে নিজেদের আত্মীয় স্বজন, দলের কর্মী যারা আদৌ ক্ষতিগ্রস্থ হননি তাদেরকে ক্ষতিপূরণের টাকা পাইয়ে দিয়েছেন। এই অভিযোগ তুলে এদিন সকাল থেকেই গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তারা। যদিও বিজেপির এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপঙ্কর বৈদ্য। তিনি বলেন, " বিরোধীরা মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন। এই এলাকার ৪০৪ জন মানুষ যারা দুর্গত হয়েছেন তারাই ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। আরও বেশ কিছু মানুষ যারা দুর্গত হয়েছেন অথচ ক্ষতিপূরণ পান নি বলে আবেদন করেছিলেন তারাও যাতে ক্ষতিপূরণ পান সে বিষয়ে প্রশাসন তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে"।

কোভিড বিধি লঙ্ঘন, শিলচরের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জনৈক কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ জেলাশাসকের

শিলচর (অসম), ২২ জুলাই (হি.স.) : কোভিড-১৯ প্রটোকল লঙ্ঘন করেছেন, তাই লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জনৈক কর্মচারীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। জেলাশাসকের কড়া নির্দেশ পেয়ে কাছাড় জেলা লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার শিলচর হাসপাতাল রোডের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জনৈক কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট ম্যানেজারকে বলেছেন। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের হাসপাতাল রোড শাখার জনৈক মহিলা ক্যাশিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি কর্তব্যরত অবস্থায় মুখে মাস্ক পরিধান করেননি। এই খবর যায় জেলাশাসক কীর্তি জল্লির কাছে। খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ওই মহিলা কর্মচারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের উদ্দেশ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট শেয়ার করেন জেলাশাসক। এদিকে, লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে মাস্ক না পরার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্যাশিয়ারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং জেলাশাসকে নির্দেশ কার্যকরী করে তিন দিনের মধ্যে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার রিপোর্ট জমা দিতে বলেছেন।

প্রয়াত চিকিৎসকদের পরিবারবর্গের পাশে দাঁড়ানোর আর্জি প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি. স.): করোনার এই সংকট কালে বহু চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী এবং নার্স নিজের জীবনকে বিপন্ন করে আর্তের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন।কিন্তু এরই মধ্যে তারা নিজেরাও এই মহামারী শিকার হয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন।রাজধানী দিল্লির পুষ্প বিহারে অবস্থিত করোনা সেন্টারের চিকিৎসক ডাঃ জাভেদ আলি সোমবার এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।এমন পরিস্থিতিতে নিহত চিকিৎসকদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বডরা। বুধবার নিজের টুইট বার্তায় প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, ডা: জাভেদ আলি তথা বহু চিকিৎসক নিজের জীবনকে বিপন্ন করে এই সংকটের মধ্যেও সেবা কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন।এমন পরিস্থিতিতে আমাদেরও সকলের পাশে দাঁড়ানো কর্তব্য।নিহত চিকিৎসক জাভেদ আলির পরিবারবর্গের পাশে দাঁড়ানোর সময় হয়েছে। সরকারের উচিত প্রয়াত চিকিৎসকের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে যথাসম্ভব সহায়তা করা।এইসব শহীদ চ

যে কোনও পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রস্তুত বায়ুসেনা : প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.): ভারতীয় বায়ুসেনা ঠিক যেভাবে বালাকোটে এয়ার স্ট্রাইক চালিয়েছিল, একইভাবে পূর্ব লাদাখে মোতায়েন হয়ে কড়া বার্তা দিয়েছে, যে কোনও ধরনের পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রস্তুত রয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা। বুধবার বায়ুসেনা কমান্ডারদের সম্মেলনে এমনই মন্তব্য করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এছাড়াও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বায়ুসেনার অংশগ্রহণের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মতে, যে কোনও ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত ভারতীয় বায়ুসেনার।

বুধবার সকালে বায়ু ভবনে ভারতীয় বায়ুসেনার কমান্ডারদের তিন-দিন ব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বায়ুসেনার কমান্ডারদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিগত কয়েকমাসে অপারেশনাল ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বায়ুসেনার প্রসংশা করেন। তিনি বলেন, পূর্ব লাদাখে চিনের মোতায়েনের পাল্টা হিসেবে ভারতীয় বায়ুসেনা যেভাবে দ্রুত মোতায়েন হয়েছে, তাতে বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকের মতো বার্তা দেওয়া হয়েছে।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ভারতীয় বায়ুসেনার অংশগ্রহণে ভূয়সী প্রসংশা করে রাজনাথ সিং বলেছেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বায়ুসেনার ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। প্রতিরক্ষা উৎপাদনে আত্মনির্ভর হওয়ার উপর জোর দিয়ে রাজনাথ বলেছেন, এই সম্মেলনের বিষয় ''পরবর্তী দশকে ভারতীয় বায়ুসেনা'' ভবিষ্যতে স্বদেশীকরণের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ জোগাবে।

এদিন বায়ুসেনা প্রধান আর কে এস ভাদুরিয়া বলেন, অল্প সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি সামলানোর দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। কমান্ডারদের উদ্দেশে বায়ুসেনা প্রধান বলেন, সমস্ত ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা। প্রসঙ্গত, তিন-দিন ব্যাপী এই সম্মেলন চলবে ২২-২৪ জুলাই পর্যন্ত।

হুগলির বিধায়কের লালারস পরীক্ষার পরও ভার্চুয়াল সভায় যোগদান, পজিটিভ আসতেই দিশেহারা দল

হুগলী,২২ জুলাই(হি. স.) : পরীক্ষার জন্য লালারস দিয়েও সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তৃণমূলের শহীদ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন খোদ বিধায়ক। পজেটিভ আসতেই দিশাহারা শাসক দল। চিন্তায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা তৃণমূল নেতা-কর্মী থেকে সাংবাদিকরাও। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি হুগলির কোন্নগরের কানাইপুর এলাকার। এই এলাকাতেই নৈটি রোডের পাশে মঙ্গলবার ২১ শে জুলাইয়ের শহীদ দিবস পালনের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের দোর্দন্ডপ্রতাপ সাংসদ কল্যান বন্দ্যোপাধ্যায় , চন্ডীতলা ও জাঙ্গীপাড়ার বিধায়ক স্বাতী খন্দকার এবং স্নেহাশীষ চক্রবর্তী , দলের হুগলি জেলা সভাপতি দিলীপ যাদব, যুব সভাপতি শান্তনু ব্যানার্জী সহ দলীয় নেতা-কর্মীরা।

উল্লেখ্য এদের মধ্যে জাঙ্গীপাড়ার বিধায়ক স্নেহাশীষ চক্রবর্তী করোনা সন্দেহজনক হওয়ার পরও সেখানে সকলের সাথে বসে ছিলেন। শুধু সন্দেহজনক নয়। করোনা পরীক্ষার জন্য তাঁর গাড়ির চালক , দেহরক্ষী সহ গোটা পরিবারের লালারস সংগ্রহও করা হয়। এদিন রাতেই আসা রিপোর্টে জানা যায় , বিধায়ক সহ তাঁর স্ত্রী-পুত্র , শ্বশুর-শাশুড়ি , দেহরক্ষী ও গাড়ির চালক করোনা পজেটিভ। বুধবার সকালে এই খবর ছড়িয়ে পরতেই গোটা জেলাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে এদিন কানাইপুরে বিধায়কের বাড়ি স্যানিটাইজ করা হয়। এ বিষয়ে বিরোধীদের বক্তব্য, করোনা টেস্টের জন্য লালারসের রিপোর্ট আসা পর্যন্ত যে কারোর নিজেদেরকে সম্পুর্ন আলাদা থাকার কথা। তাহলে স্নেহাশীষবাবু কেনো দলীয় অনুষ্ঠানে গেলেন ? শুধুই কি উনি বিধায়ক বলে ক্ষমতার অপব্যবহার করলেন ? বর্তমানে যার খেসারত দিতে হবে সেদিন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্নেহাশীষের সংস্পর্শে আসা সকলকে! আর এই ঘটনা থেকে যদি দিল্লীর নিজামুদ্দিন কান্ডের পুনরাবৃত্তি হয় , তাহলে তার দায় কে নেবে ? জন প্রতিনিধিরাই যদি এই কান্ড করে তাহলে সাধারণ মানুষ এই পথই অনুসরন করবেই।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গাজিয়াবাদে সাংবাদিককে গুলি করে খুন, এক কোটি টাকা সহায়তার দাবি এনইউজে (আই)-এর

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশের নিহত সাংবাদিক বিক্রম যোশীর পরিবারকে এক কোটি টাকা এবং তাঁর স্ত্রী-কে একটি চাকরি দিতে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছে দরবার করল ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টস (ইন্ডিয়া) অর্থাৎ এনইউজে(আই)।

সংগঠনের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে এ ব্যাপারে স্মারকলিপি পাঠানোর পাশাপাশি টুইটও করা হয়েছে। এই সঙ্গে এই হত্যাকান্ডের বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছেন এনইউজে(আই)-এর সর্বভারতীয় সভাপতি রাস বিহারী। গাফিলতির দায়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও তিনি দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। উত্তরপ্রদেশ জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রতন দীক্ষিত এই হত্যাকান্ডের কড়া সমালোচনা করে দোষীদের গ্রেফতারে দ্রুত উদ্যোগী হওয়ার দাবি জানিয়েছেন। দিল্লি জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাকেশ থাপলিয়াল এবং সম্পাদক কেপি মালিক বলেছেন, এই হত্যাকান্ডের প্রকৃত তদন্ত না হলে সংসদে বিক্ষোভ দেখানো হবে।উল্লেখ করা যেতে পারে, সাংবাদিক বিক্রম যোশীকে সঙ্কটজনক অবস্থায় গাজিয়াবাদের যশোদা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে তিনি মারা গিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতারা দিল্লিতে

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি স)। ২১ জুলাই শহিদ দিবসের বক্তৃতায় একাই বিজেপি-র বিরুদ্ধে ক্রমাগত তোপ দেগে গিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সঙ্গে চলছে বিজেপি-বিরোধী নানা অভিযান। এই পরিস্থিতিতে বাংলা নিয়ে দিল্লিতে বিশেষ বৈঠকে বসছেন বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব তো বটেই, বৈঠকে ডাকা হয়েছে বিজেপির বিভিন্ন জেলা কমিটির সভাপতিদের। ডাক পেয়েছেনন সাংসদরাও।

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বৈঠক চলতে পারে বলে বিজেপি সূত্রে জানা যাচ্ছে। সাংগঠনিক অবস্থা শুধু নয়, রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়েও বৈঠকে বিশদে কথা হবে বলে খবর।এই বৈঠকের আগে মঙ্গলবারই আবার অমিত শাহের জরুরি তলবে দিল্লিতে পৌঁছেছেন মুকুল রায়। সপ্তাহব্যাপী বৈঠক শুরুর আগেই দলে বা সরকারে মুকুলের সম্ভাব্য ভূমিকা সম্পর্কে অমিত শাহ কথা সেরে নিতে পারেন বলে বিজেপির একটি অংশের দাবি।বুধবার থেকেই দিল্লিতে বিজেপির এই বিশেষ বৈঠক শুরু হচ্ছে। রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) সুব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং বাকি পাঁচ সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে চার জন অর্থাৎ সায়ন্তন বসু, রথীন্দ্রনাথ বসু, সঞ্জয় সিংহ ও জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো যাচ্ছেন সে বৈঠকে যোগ দিতে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে বাংলার দায়িত্ব যে তিন নেতার হাতে, সেই শিব প্রকাশ, কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং অরবিন্দ মেননই মূলত দলের রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে মন্থনে বসবেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বি এল সন্তোষ এবং দলের প্রাক্তন সভাপতি তথা দেশের বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও এই বৈঠকে যোগ দেবেন বলে খবর দিল্লি সূত্রের। আর অমিত শাহ বৈঠকে যোগ দিলে প্রোটোকলের কারণে বর্তমান সভাপতি জে পি নড্ডা নিজেও উপস্থিত থাকবেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অশোক গেহলটের বড় দাদার বাড়িতে ইডির হানা

জয়পুর, ২২ জুলাই (হি. স.) : রাজস্থানে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝে রাজ্যজুড়ে একাধিক জায়গায় ইডির হানা। বাদ গেল না মুখ্যমন্ত্রীর বড় দাদার বাড়ি।সেখানেও বুধবার সকালে হানা দেয় ইডির আধিকারিকরা। এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের বড় দাদা অগ্রসেন গেহলটের মেইনডারের বাসভবনে ছানা দিয়ে তল্লাশি চালায় ইডি।২০০৭ সালের একটি দুর্নীতি মামলার তদন্তের সঙ্গে সম্পর্কিত এই তল্লাশি অভিযান বলে জানা গিয়েছে।২০০৭ সালের সার দুর্নীতি মামলার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে অশোক গেহলটের বড় দাদা অগ্রসেন গেহলটের।সেই মামলার তদন্ত করতে এদিন তার বাসভবনে হানা দেয় ইডি।তল্লাশি প্রক্রিয়া যাতে কোনো রকমের বাধা না আসে সেজন্য ইডি সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী।পুরোদস্তুর পার্সনোল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট পরে চলে এই তল্লাশি অভিযান।এই প্রক্রিয়া চলার সময় তদন্তকারী আধিকারিক ছাড়া বাড়ির ভেতরে আর কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।একাধিক নথি যাচাই করে তদন্তকারী আধিকারিকরা। রাজস্থান ছাড়াও গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্রে একাধিক জায়গায় অভিযান চালায় ইডি।

করোনায় আক্রান্ত মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী

মুম্বই, ২২ জুলাই (হি.স.): করোনায় আক্রান্ত মহারাষ্ট্রের প্রতিমন্ত্রী আব্দুল সাত্তার। শরীরে অস্বস্তি বোধ করায় তার করোনা পরীক্ষা করা হয়। সেখানে রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। বর্তমানে মুম্বইয়ের নিজের সরকারি বাসভবনে চিকিৎসাধীন। ইতিমধ্যেই পৌরসভার তরফ থেকে তার বাসভবনের আশেপাশের এলাকায় স্যানিটাইজেশন বা শোধনের কাজ করা হয়েছে। তার সরকারি বাসভবনে কর্মরত কর্মীদের কোয়ারান্টিনে পাঠানো হয়েছে।ইতিমধ্যেই তাদের লালারসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেল থেকেই অসুস্থ বোধ করতে থাকেন আব্দুল সাত্তার। কোন রকমের ঝুঁকি না নিয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি নিজের রেপিড একশন টেস্ট করান।বর্তমানে তাকে সরকারি বাসভবনের মধ্যেই চিকিৎসা করছে চিকিৎসকেরা। নিজের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর টুইটারের মাধ্যমে জানিয়েছেন এই মন্ত্রী।বিগত কয়েকদিনে তার সংস্পর্শে আসা আমলা, আধিকারিক এবং সরকারি ও দলের কর্মীদের অবিলম্বে করোনা পরীক্ষার জন্য আহ্বান করেছেন তিনি।উল্লেখ করা যেতে পারে করোনায় জেরবার মহারাষ্ট্রের রাজ্য মন্ত্রিসভা।রাজ্যে বস্ত্রমন্ত্রী আসলাম শেখের করোনা চিকিৎসা চলছে।এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন এনসিপি নেতা ফওজিয়া খান, শিবসেনার বিধায়ক বৈভব নায়ক।করোনায় আক্রান্ত রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, পূর্তমন্ত্রী, সামাজিক ন্যায়বিচার মন্ত্রী।

ইসলামপুর মহকুমায় ৪৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ

ইসলামপুর, ২২ জুলাই (হি. স.) : মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমায় ৪৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এর মধ্যে ইসলামপুর পুর এলাকায় ২৬ জন, ডালখোলা পুর এলাকায় ৭ জন, চাকুলিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ৬ জন, চোপড়া ব্লকে ৬ জন এবং ইসলামপুর ব্লকে ৪ জন সংক্রামিত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ইসলামপুর শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে মোট ৭ জন সংক্রামিত হয়েছেন। যার মধ্যে একই পরিবারের ৬ জন রয়েছেন। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে ৪ জনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এছাড়া ৬, ৭, ৪ এবং ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে একজন করে সংক্রামিত হয়েছেন। মহকুমা শাসকের দপ্তরের ৬ জন কর্মীর শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে, তাঁদের মধ্যে একাধিক শীর্ষ আধিকারিক রয়েছেন। ইসলামপুর থানার ৩ জন পুলিশকর্মীও করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের এক কর্মী এইচডিইউতে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন সংক্রামিত হয়েছেন। ফলে এইচডি ইউনিট বন্ধ হওয়ার মুখে। অন্যদিকে, চোপড়ায় ৩ পুলিশকর্মী সহ মোট ৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। চাকুলিয়াতেও ৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন। ডালখোলা পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ৩ জন এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ২ জনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে।

কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি. স) : বজ্রবিদ্যুৎ সহ কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গে আগামী দু-তিন দিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস।মুর্শিদাবাদ বীরভূম পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা তে আগামী ২৪ ঘণ্টায় বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বীরভূম মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। এছাড়াও শুক্রবার পশ্চিমের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি জেলায় আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। ভারী বৃষ্টি হবে মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। ২৪ ঘন্টা পর থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমবে। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের জেলা দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি চলবে আরও কিছু দিন।আবহাওয়া দপ্তর আপাতত রবিবার পর্যন্ত এই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস এর কথা জানিয়েছে। মৌসুমীঅক্ষরেখা অতি সক্রিয়। দক্ষিণী বাতাসে প্রচুর জলীয়বাষ্প ঢুকছে সাগর থেকে। এর প্রভাবে আগামী তিন-চারদিন উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টির প্রকোপ কমলেও উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হবে উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির বৃষ্টির প্রভাবে। বুধবার কলকাতার আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় আদ্রতা জনিত অস্বস্তি বাড়বে। সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৬ ডিগ্রী। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.১ ডিগ্রী। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৮৪ থেকে ৯৭ শতাংশ। কলকাতা শহরে গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টি হয়েছে ২৫.৬ মিলিমিটার।

সিপিএমের

● প্রথম পাতার পর

বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তেই আগুনে ঘৃতাহুতির রূপ নেয়। এলাকার বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা একজোট হয়ে হামলা চালায় অভিযুক্ত প্রবীর শীল এর বাড়িতে। ঘটনার পর রাত সাড়ে দশটা নাগাদ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় খোয়াই থানার পুলিশ। রাতেই এই ঘটনার সাথে জড়িত মূল অভিযুক্ত প্রবীর শীলকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

খোয়াইয়ে

● প্রথম পাতার পর

এই ঘটনার খবর পেয়েই ছুটে আসেন এলাকার বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মাসহ ব্লকের কর্মকর্তারা। বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা জানান, ব্লকের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে সুকেশ দেববর্মাকে প্রধান মন্ত্রী আবাস যোজনার নতুন ঘর দেওয়া হবে।

জনতা

● প্রথম পাতার পর

বদলির নির্দেশ এসেছে। স্থানীয়দের দাবি আমপুরা প্রাথমিক হাসপাতালে কম করে দুই জন চিকিৎসক প্রদান করতে হবে। এইদিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তালা ঝুলানোর খবর পেয়ে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক স্থানীয়দের সাথে কথা বলেন। এবং তাদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেন। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের তালা খুলে দেয় স্থানীয়রা।

সভাপতিরা

● প্রথম পাতার পর

থাকতে হবে।

সরকারের কাছে তথ্য রয়েছে কে কি পেয়েছে। কিন্তু তা সরকারের কাছে রয়েছে। তা মণ্ডল সভাপতিদের দেওয়া হবে না। মণ্ডল সভাপতিদের জানা থাকতে হবে কে কি সুবিধা পেয়েছে। এইদিন দলের কার্যকর্তাদের ফের একবার মানুষের কাছে যাওয়ার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

কোভিড পরিস্থিতিতে রাজ্যের জনগণের জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্পের ঘোষণা দিয়েছে রাজ্য সরকার। এই সব প্রকল্পগুলো রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জনগন সঠিক ভাবে পাচ্ছেন কিনা, কারা পেয়েছেন সরকারি এই সুবিধাগুলো, কারা, কারা এখনো পান নি সরকারি এই সুযোগগুলো, তা জানতেই মঙ্গলবার বিজেপির সদর দপ্তরে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

লকডাউন

● প্রথম পাতার পর

বৈঠকে ৭ দিনের সম্পূর্ণ লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ২টা থেকে সারা রাজ্যে লকডাউন লাগু হবে এবং আরও ৭ দিন মেয়াদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি সকলকে সরকারি নির্দেশিকা পালনের আবেদন জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, লকডাউনের ৭ দিন পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা হবে। তার ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাতে মনে করা হচ্ছে, টানা ১৪ দিন মণিপুরে সম্পূর্ণ লকডাউন লাগু থাকবে। প্রসঙ্গত, আজ মণিপুরে নতুন করে ৪৫ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাদের মধ্যে ৪০ জন পুরুষ এবং ৫ জন মহিলা রয়েছেন। মণিপুরে এখন পর্যন্ত ২০৬০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১৪১৮ জন সুস্থ হয়ে গেছেন। সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬৪২ জন।

শান্তিরবাজার

● প্রথম পাতার পর

ফলাফল আসা পর্যন্ত রেশনে আঁটা বিক্রি বন্ধের পরামর্শ দেয় খাদ্য দপ্তর। খাদ্য দপ্তরের আদেশ অনুসারে বর্তামানে রেশনে আঁটা বিক্রি বন্ধ করে রেখেছে বলে জানান রেশন কতৃপক্ষ।

হাজতে

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা পুলিশ-কে অভিযুক্ত যুবক-কে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি, বিজেপি প্রদেশ কমিটি-র কার্যালয় থেকেও পুলিশের কাছে এ-সংক্রান্ত নালিশ জানানো হয়। আজ সকালে পুলিশ কুলদীপ চক্রাবরী-কে গ্রেফতার করেছে।

এ-বিষয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার মানিক দাস বলেন, মতুয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়াতে কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়েছিল। সে-বিষয়ে তদন্ত করে দেখা গেছে, ভুয়ো একাউন্ট থেকে ওই সমস্ত কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়েছে। তিনি বলেন, এডি নগর রোড নম্বর ৬ এলাকার বাসিন্দা কুলদীপ চক্রবর্তী-কে ওই অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে আজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপারের কথায়, সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহারের বহু উদাহরণ মিলছে। তা ভয়ঙ্কর অপরাধ হিসেবেই গণ্য করা হচ্ছে। তাই, এধরণের অপরাধ থেকে দূরে থাকা উচিত।কারণ, পুলিশ এমন অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে।

সরকারি আইনজীবী দীপা ভট্টাচার্যী জানিয়েছেন, কুলদীপ চক্রবর্তী-কে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হয়েছিল। আদালত তাকে ৪ অগাস্ট পর্যন্ত জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

ধর্ষিতা

● প্রথম পাতার পর

অনুযায়ী কাসেম নাবালিকাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাদের একটি গাড়িতে তুলে। যদিও জাহেদ মিঞা এই কিশোরীর নিকটাত্মীয়। পরে জাহিদ মিঞা ও কাসেম মিঞার সাথে আরো তিন যুবক আহমেদ আলি (২৩), গনি মিয়া (২৪), সহ অপর এক যুবক তাদের সঙ্গী হয়। মেয়েটিকে নিয়ে এই পাঁচজন দুটি নম্বরবিহীন গাড়িতে তার মধ্যে একটি মারুতি অল্টো এবং একটি ওয়াগনার গাড়ি করে নিয়ে যায়। অভিযোগ, এই মেয়েটিকে বাড়ির উদ্দেশ্যে না নিয়ে গিয়ে তাকে তেলিয়ামুড়া থানাধীন খাসিয়ামঙ্গলের দিকে একটি জঙ্গলে নিয়ে যায়। জানা যায়, গাড়ির মধ্যেই সংঘবদ্ধভাবে পাঁচজন জোর পূর্বক ভাবে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। এই ঘটনার পর মেয়েটিকে নিয়ে দুটি গাড়ি তেলিয়ামুড়া নেতাজি নগরস্থিত ইউবিআই ব্যাংক সংলগ্ন স্থানে রাত আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ ফেলে দিয়ে যায়। পরে ধর্ষিত কিশোরীর তার প্রেমিক রুপেসের মোবাইলে ফোন করে সমস্ত ঘটনা জানায় এবং তাকে আসতে বলে। সাথে সাথেই প্রেমিক রুপেস নেতাজি নগর ইউবিআই ব্যাংক সংলগ্ন স্থানে এসে বাইকে করে মেয়েটিকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিলে মেয়েটি বাড়িতে যেতে অস্বীকার করে। তেলিয়ামুড়া থানায় আসে। ঘটনার বিবরণ ও অভিযুক্তদের

‘ডালগ্লিশের হাত থেকে ট্রফি নেওয়া হবে বিশেষ কিছু’

তিন দশকের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে লিভারপুলের লিগ শিরোপা নিশ্চিত হয়েছে আগেই। কিন্তু ট্রফি হাতে নেওয়া হয়নি। এবার শেষ হচ্ছে সেই অপেক্ষাও। আর এই ট্রফিটি কিংবদন্তি কেনি ডালগ্লিশের হাত থেকে নিতে পারবেন বলে দারুণ উচ্ছ্বসিত লিভারপুল অধিনায়ক জর্ডান হেন্ডারসন।ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত সোয়া ১টায় চেলসির মুখোমুখি হবে লিভারপুল। ম্যাচ শেষে বিশেষ এক অনুষ্ঠানে ইয়ুর্গেন ক্লপের দলকে দেওয়া হবে চলতি মৌসুমের লিগ ট্রফি।লিভারপুল এর আগে সবশেষ লিগ জিতেছিল ১৯৮৯-৯০ মৌসুমে, তখনকার কোচ ডালগ্লিশের হাত ধরে। বিবিসিকে হেন্ডারসন জানান, ডালগ্লিশের কাছ থেকে ট্রফি গ্রহণ তাদের জন্য হবে ‘বিশেষ কিছু।’“তিনি এই ফুটবল ক্লাবের একজন কিংবদন্তি, অনেক বড় মাপের মানুষ, যাকে আমরা সবাই ভালোবাসি।”২০১১ সালে সান্ডারল্যান্ড থেকে লিভারপুলে যোগ দেন হেন্ডারসন, ডালগ্লিশ তখন দ্বিতীয় মেয়াদে ক্লাবটির কোচের দায়িত্বে ছিলেন। চলতি মৌসুমে দলটির লিগ শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা ছিল হেন্ডারসনের। এ মাসের শুরুতে চোট নিয়ে শেষ চার ম্যাচ থেকে ছিটকে যাওয়ার আগে এই ইংলিশ মিডফিল্ডার লিগে খেলেন ৩০ ম্যাচ। গোল করেন চারটি।গত বছর তিনি লিভারপুলের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, উয়েফা সুপার কাপ ও ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জয়ের পর এবার জিতলেন লিগ শিরোপা। বিভিন্ন সময়ে তাকে সমালোচনাও শুনতে হয়েছে অনেক। হেন্ডারসন জানালেন, সেই সব সমালোচনা তাকে জোগায় বাড়তি অনুপ্রেরণা।“অতীতে, বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে, একজন ফুটবলার হিসেবে সমালোচনা শুনতেই হবে। আমি মনে করি, আমি এটিকে ঠিকভাবে ব্যবহার করা শিখেছি- বাড়তি অনুপ্রেরণা ও শক্তি হিসেবে, যা আমার ক্যারিয়ারে সাহায্য করেছে।”সাত ম্যাচ বাকি থাকতে লিভারপুলের শিরোপা নিশ্চিত হওয়ার পর করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্বের নিয়ম উপেক্ষা করে হাজারো সমর্থক অ্যানফিল্ডের বাইরে উদযাপন করেছিল। ট্রফি উঁচিয়ে ধরার দিনে সমর্থকদের ঘরে থাকার আহ্বান জানান লিভারপুল অধিনায়ক।

পিএসজিতেই থাকছেন এমবাপে

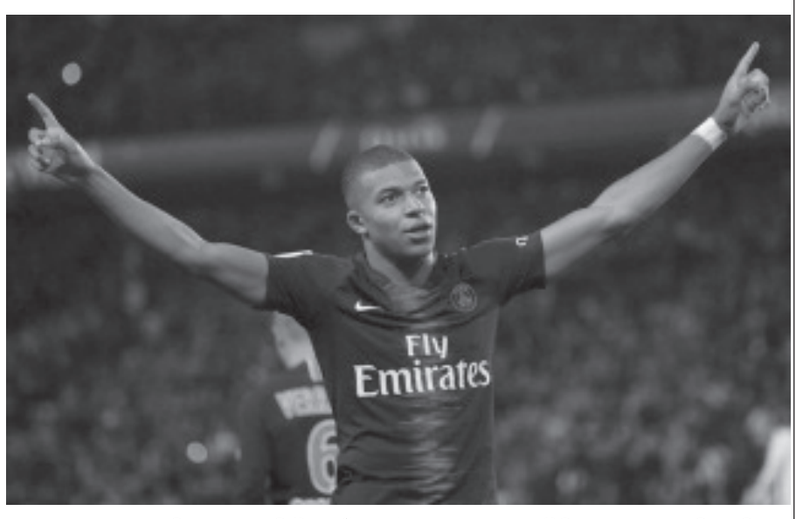

কিলিয়ান এমবাপের দলবদল নিয়ে গুঞ্জনের শেষ নেই। তবে ফরাসি এই তরুণ ফরোয়ার্ড নিজেই জানিয়ে দিলেন, ‘যা কিছুই হোক না কেন’, পরবর্তী মৌসুমে পিএসজিতেই থাকবেন তিনি।
নিজেদের মাঠে মঙ্গলবার প্রীতি ম্যাচে স্কটিশ চ্যাম্পিয়ন সেল্টিককে ৪-০ গোলে হারায় পিএসজি। ম্যাচের মাঝবিরতিতে বিন স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমবাপে নিশ্চিত করেন, বর্তমান দলে থাকছেন অন্তত আরও এক মৌসুম।“আমি এখানে আছি। চার বছরের পরিকল্পনার অংশ আমি।”“ক্লাব, সমর্থক, সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাবের ৫০ বছর পূর্তির ব্যাপারটি। তাই যা কিছুই হোক না কেন, আমি এখানেই থাকব।”২০১৭ সালে মোনাকো থেকে ১৮ কোটি ইউরো ট্রান্সফার ফিতে পিএসজিতে যোগ দেওয়া এই তারকা জানালেন, ক্লাবকে সাফল্য এনে দিতে উজার করে দেবেন নিজের সবটুকু।“আমি চেষ্টা করব দলকে ট্রফি এনে দিতে, ঢেলে দেবে আমার সেরাটা।”বিভিন্ন সময়ে ২১ বছর বয়সী এই তারকার রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে গণমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে। এমবাপে নিজেও বলেছেন রিয়ালের প্রতি ভালো লাগার কথা। স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নদের পর্সেসিডেন্ট যদিও গত সপ্তাহে বলেছেন, এবারের গ্রীষ্মকালীন দলবদলে বড় বাজেটের কোনো খেলোয়াড় দলে নেবেন না তারা।প্রীতি ম্যাচটিতে এমবাপের গোলেই ম্যাচের প্রথম মিনিটে এগিয়ে যায় পিএসজি। প্রথমার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন নেইমার। দ্বিতীয়ার্ধে টমাস টুখেলের দলের হয়ে ব্যবধান বাড়ান আন্দের এররেরা ও পাবলো সারাবিয়া।বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে বাতিল হয় কেবল ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান। এপ্রিলের শেষ দিকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয় নেইমার-এমবাপেদের।তবে মৌসুমে এখনও তাদের সামনে রয়েছে ফরাসি কাপ, লিগ কাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেলা। এজন্যই প্রীতি ম্যাচে তারা ঝালিয়ে নিচ্ছে নিজেদের। আগামী শুক্রবার ফরাসি কাপের ফাইনালে পিএসজির প্রতিপক্ষ সাঁত এতিয়েন। আর ৩১ জুলাই ফরাসি লিগ কাপের ফাইনালে লিওঁর বিপক্ষে খেলবে টুখেলের দল।আগামী ১২ অগাস্ট তারা খেলবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে; লিসবনে শেষ আটের ম্যাচে ফরাসি চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ সেরি আর দল আতালান্তা।

অ্যাস্টন ভিলার মাঠে আর্সেনালের হার

সঙ্গী ছিল সবশেষ লিগে ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলের বিপক্ষে জয়ের আত্মবিশ্বাস। ম্যানচেস্টার সিটিকে উড়িয়ে এফএ কাপের ফাইনালের ওঠার তৃপ্তিও। কিন্তু গত দুই ম্যাচের দাপুটে পারফরম্যান্সের পুনরাবৃত্তি আর্সেনাল করতে পারেনি অ্যাস্টন ভিলার মাঠে। লিগের নিচের দিকে দলটির আঙিনা থেকে হেরে ফিরেছে মিকেল আর্তেতার দল।ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মঙ্গলবার রাতে অ্যাস্টন ভিলার কাছে ১-০ গোলে হেরেছে আর্সেনাল। গত সেপ্টেম্বরে লিগের প্রথম পর্বের দেখায় এমিরেটস স্টেডিয়ামে ৩-২ গোলে জিতেছিল তারা।এই হারে ৩৭ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানে নেমে গেছে আর্সেনাল। নবম জয়ের স্বাদ পাওয়া অ্যাস্টন ভিলা ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে অবনমন অঞ্চল থেকে উঠে এসেছে ১৭তম স্থানে।আগের দুই ম্যাচে লিগে লিভারপুলের বিপক্ষে ২-১ এবং এফএ কাপের সেমি-ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছিল আর্সেনাল।দুই জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে নামা দলটি বলের নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে থাকলেও খুব ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। প্রথমার্ধে লক্ষ্য রাখতে পারেনি কোনো শট টানা ছয় লিগ ম্যাচে আর্সেনালের কাছে হারের তেতো অভিজ্ঞতা নিয়ে নামা অ্যাস্টন ভিলা ২৭তম মিনিটে এগিয়ে যায়। টাইরন মিঙ্গসের কর্নার থেকে ডি-বক্সে অরক্ষিত ত্রেজেগে ডান পায়ের জোরালো ভলিতে কাছের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন। দ্বিতীয়ার্ধে আর্সেনালের খেলা কিছুটা গতি পায়। তবে প্রতিপক্ষের রক্ষণে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে সুযোগ হারাতে থাকে তারা। ৫৪তম মিনিটে সতীর্থের ক্রস এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে ছোট ডি-বক্সে পেয়ে যান পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। কিন্তু ঠিকঠাক শট নিতে পারেননি লিগে ২০ গোল করা এই ফরোয়ার্ড।৭৪তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণের সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হয় অ্যাস্টন ভিলার। বাঁ দিক দিয়ে ডি বক্সে ঢুকে কেইনান ডেভিস গোলরক্ষককে একা পেয়েছিলেন। কিন্তু বদলি নামা এই খেলোয়াড়ের শট দূরের পোস্ট দিয়ে বেরিয়ে যায়।পরক্ষণেই ভাগ্যের ফেরে ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেনি আর্সেনালে। কর্নারে এডি এনকেটিয়াহর হেড পোস্টে লেগে ফেরার পর গ্লাভসবন্দী করেন পেপে রেইনা। এরপর আর তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করতে না পারা আর্সেনাল দশম হার নিয়ে মাঠ ছাড়ে।মঙ্গলবার অন্য ম্যাচে রাহিম স্টার্লিংয়ের জোড়া গোলে ওয়াটফোর্ডের মাঠ থেকে ৪-০ ব্যবধানের জয় নিয়ে ফেরা ম্যানচেস্টার সিটি ৭৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে।

সেরা প্রতিপক্ষ জিদান-মেসি, সতীর্থ সুয়ারেস: জেরার্ড

প্রায় দুই দশকের লম্বা ক্যারিয়ারে অনেক তারকা ফুটবলারদের পেয়েছেন সতীর্থ ও প্রতিপক্ষ হিসেবে। তাদের মধ্য থেকে প্রিয় সতীর্থ হিসেবে বর্তমানে বার্সেলোনায় খেলা লুইস সুয়ারেসকে বেছে নিয়েছেন স্টিভেন জেরার্ড। আর কঠিনতম প্রতিপক্ষ হিসেবে সাবেক ইংল্যান্ড ও লিভারপুল অধিনায়ক বেছে নিলেন দুইজনকে-ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে জিনেদিন জিদান, পরে লিওনেল মেসি।১৯ বছেরেরও বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে ৮৫০টির বেশি ম্যাচ খেলা জেরার্ড ২০১৬ সালে যান অবসরে। ক্লাব ক্যারিয়ারের প্রায় পুরোটাই কাটিয়েছেন লিভারপুলে। দলটির হয়ে জিতেছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, এফএ কাপ ও লিগ কাপ। অধরা রয়ে যায় লিগ শিরোপা।সেই শূন্যতা এখনও কাঁদায় ৪০ বছর বয়সী এই ক্লাব কিংবদন্তিকে। ৩০ বছরের অপেক্ষা শেষে এবার লিভারপুলের প্রিমিয়ার লিগ জয়ের ব্যাপারটি তাই জেরার্ডকে দিচ্ছে মিশ্র অনুভূতি।
সম্প্রতি বিবিসির সঙ্গে ক্যারিয়ারের এমন অনেক বিষয় নিয়ে কথা বললেন জেরার্ড। সেখানেই তার কাছে জানতে চাওয়া হয় প্রিয় সতীর্থের ব্যাপারে। সাবেক লিভারপুল অধিনায়ক বেছে নেন উরুগুয়ের তারকা স্ট্রাইকার সুয়ারেসকে। “লিভারপুলের লুইস সুয়ারেস। আমি মনে করি না যে, আপনি এতে অবাক হবেন। একেবারে অসাধারণ এক ফুটবলার। সে স্রেফ একটা যন্ত্র।”কঠিনতম প্রতিপক্ষ হিসেবে দুই গ্রেট ফুটবলারকে বেছে নিয়েছেন জেরার্ড।“এই জায়গায় আমি দুই জনকে বেছে নিতে চাই। আমার ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে এটি ছিল জিনেদিন জিদান। সম্ভবত এটাই ছিল প্রথমবার যখন আমি ফুটবল মাঠ থেকে হতবিহ্বল হয়ে ফিরেছিলাম। কারোর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জন্মেছিল। এর কারণ তার আকার, শারীরিক সক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা, শক্তি, সামর্থ্য, দক্ষতা, তার পায়ের আকার এবং বল নিয়ে তিনি যে কারিকুরি করছিলেন।”“আরেকজন নিশ্চিতভাবেই লিওনেল মেসি। সে ব্যতিক্রমী এক ফুটবলার। আমাদের সবার থেকে সে আলাদা, ভিন্ন গ্রহের। আমার কাছে সে আধুনিক সময়ের দিয়েগো মারাদোনা।”

স্টার্লিংয়ের জোড়া গোলে সিটির বড় জয়

প্রথমার্ধে দুই গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া ম্যানচেস্টার সিটি বিরতির পর জালের দেখা পেল আরও দুবার। ওয়াটফোর্ডকে ফের গোল বন্যায় ভাসিয়ে লিগে টানা চতুর্থ জয় তুলে নিল পেপ গুয়ার্দিওলার দল।প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৪-০ গোলে জিতেছে গত আসরের চ্যাম্পিয়নরা। জোড়া গোল করেন রাহিম স্টার্লিং। অন্য দুই গোলদাতা ফিল ফোডেন ও এমেরিক লাপোর্ত।লিগে প্রথম পর্বে গত সেপ্টেম্বরে নিজেদের মাঠ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে ৮-০ গোলে জিতেছিল সিটি।ওয়াটফোর্ডের বিপক্ষে ১২ গোল করে প্রিমিয়ার লিগে এক আসরে কোনো দলের বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড স্পর্শ করেছে সিটি। ১৯৯৫-৯৬ মৌসুমে নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স ও ২০০৯-১০ মৌসুমে উইগান অ্যাথলেটিকের বিপক্ষে টটেনহ্যাম হটস্পার ১২ গোল পেয়েছিল। আর্সেনালের বিপক্ষে হেরে এফএ কাপের সেমি-ফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়া ম্যাচ থেকে চারটি পরিবর্তন নিয়ে খেলতে নামে সিটি।একাদশ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারতো তারা। ডি-বক্সের বাইরে থেকে রদ্রি এরনান্দেসের জোরালো শট লাফিয়ে উঠে কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন ওয়াটফোর্ড গোলরক্ষক বেন ফস্টার।৩১তম মিনিটে সফরকারীদের এগিয়ে নেন স্টার্লিং। কাইল ওয়াকারের ক্রস ডি-বক্সের ভেতর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জোরালো শটে বাঁ পোস্টের ওপরের কোণা দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন এই ইংলিশ মিডফিল্ডার। গোলরক্ষক নড়ার সুযোগ পাননি।আট মিনিট পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন স্টার্লিং। তার স্পট কিক গোলরক্ষক এক হাতে ফেরানোর পর ফিরতি বল ফাঁকা জালে পাঠান তিনি। ডি-বক্সের ভেতর স্টার্লিংই ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছিলেন রেফারি।বিরতির পরও আক্রমণে আধিপত্য ধরে রাখে সিটি। ৬৩তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন ফোডেন। ডি-বক্সের ভেতর থেকে স্টার্লিংয়ের শট গোলরক্ষক ফেরানোর পর বল ফাঁকা জালে পাঠান এই ইংলিশ মিডফিল্ডার।দুই মিনিট পর ব্যবধান আরও বাড়ান লাপোর্ত। কেভিন ডে ব্রুইনের ফ্রি কিক থেকে হেডে গোলটি করেন এই ফরাসি ডিফেন্ডার। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধান ধরে রেখে মাঠ ছাড়ে গুয়ার্দিওলার দল।

ম্যাথুস বললেন শ্রীলঙ্কা কেন হেরেছিল

শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রীড়া মন্ত্রী মাহিন্দ্রা আলুতগামাগের দাবি, ২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনালটি বিক্রি করে দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। ভারত---শ্রীলঙ্কার সে ম্যাচটি হয়েছিল পাতানো। কিন্তু অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস বলছেন অন্য কথা।২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনাল নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রীড়া মন্ত্রী মাহিন্দ্রা আলুতগামাগে। তাঁর দাবি, সেবারের বিশ্বকাপটি ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা।
ভারতের কাছে হেরে যাওয়া ২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনালটি ছিল পাতানো!এমন অভিযোগের যথাযথ প্রমাণ দিতে বলেছিলেন সেই ম্যাচে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক কুমার সাঙ্গাকারা। আর সেই সময়ের নির্বাচক শ্রীলঙ্কার সাবেক ব্যাটসম্যান অরবিন্দ ডি সিলভা বলেছিলেন, শচীন টেন্ডুলকারের মান রক্ষার স্বার্থেই এই অভিযোগের তদন্ত করা উচিত। ২০১১ সালে ক্যারিয়ারে প্রথম বিশ্বকাপ জিতেছিলেন কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার। শ্রীলঙ্কার পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরুও করেছে।তবে ২০১১ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা কেন আর কীভাবে হেরেছে, তা নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস। ফাইনালে না খেললেও শ্রীলঙ্কার স্কোয়াডে ছিলেন তিনি। ইউটিউব চ্যাট শো ‘ক্রিকেট আনপ্লাগডে’ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্রীলঙ্কার অলরাউন্ডার বলেছেন, ‘ওটা ছিল আমার প্রথম ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এর আগে ২০০৯ ও ২০১০ সালে টি—টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছি। সেদিক থেকে ২০১১ বিশ্বকাপ আমার কাছে ছিল বিশেষ কিছু। ফাইনালে ওঠার পথে দুর্দান্ত খেলেছি আমরা। সেমিফাইনাল জয়ের পর ফাইনালে খেলার জন্য উন্মুখ ছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত আমি চোট পাওয়ার কারণে খেলতে পারিনি।’পেস বোলিং অলরাউন্ডার ম্যাথুস খেলতে না পারলেও সেই ম্যাচে তিনজন পেসার খেলিয়েছে শ্রীলঙ্কা। লাসিথ মালিঙ্গার সঙ্গে পেস আক্রমণে ছিলেন নুয়ান কুলাসেকারা ও পেস থিসারা পেরেরা। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ব্যাটিং করতে নামে শ্রীলঙ্কা। মাহেলা জয়াবর্ধনের সেঞ্চুরিতে (৮৮ বলে ১০৩*) ৬ উইকেট হারিয়ে ২৭৪ রান তোলে তারা। রান তাড়া করতে নেমে ১০ বল ও ৬ উইকেট হাতে রেখে শিরোপা জিতে যায় মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত।৩১ রানে ভারতের ২ উইকেট তুলে নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। কিন্তু গৌতম গম্ভীর (৯৭) ও বিরাট কোহলি (৩৫) ভালো একটি জুটি গড়ে বিপদ বাড়তে দেননি। পরে অধিনায়ক ধোনির অপরাজিত ৯১ রানের ইনিংসে ম্যাচ জেতে ভারত। শ্রীলঙ্কার ক্রীড়া মন্ত্রী যা—ই বলুন না কেন, ফাইনালে হার নিয়ে ম্যাথুসের আক্ষেপটা ভিন্ন, ‘আমরা ২০ থেকে ৩০ রান কম করেছি। আমাদেরও সুযোগ ছিল। কিন্তু গৌতম ও বিরাট ভালো ব্যাটিং করেছে। এরপর এমএস ধোনি বাকি কাজ শেষ করেছে। সব মিলিয়ে দুর্দান্ত এক ম্যাচই ছিল।’

NOTIFICATION FOR ADMISSION TO B. PHARM COURSE AT RIPSAT.
GOVERNMENT OF TRIPURA

Applications are invited from any State with Indian citizenship for admission to Under Graduate course of Bachelor in Pharmacy (B. Pharm) at Regional Institute of Pharmaceutical Science and Technology (RIPSAT), Abhoynagar, Agartala, Tripura during the academic session, 2020-21 under Endowment quota.
(a). The total no. of seats are 20 (twenty).
(b). The Minimum qualification for admission is pass in H.S.(+2) Stage level with science stream and subjects combination should have Physics, Chemistry & Biology (PCB) / Mathematics (PCM) from Tripura Board of Secondary Education (TBSE) or equivalent to any other board authenticated by the Govt. of India.
(c). The selection will be made on merit basis. Selected candidate will be intimated through mobile No. or email address for admission.
(d). The last date of submission of application is **26th August,2020. The prescribed APPLICATION form with Information brochure should be download from the website:-**www.ripsat.nic.in .
For any further details, please visit above mentioned website or see the Notice Board of the Institute, Abhoynagar, Agartala-799005.

ICA-D-301/20

Sd/- Illegible
Principal
RIPSAT, Agartala.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. 01/EE/LTV/PWD/M/ 2020-21 Dated. 26/06/2020.
The Executive Engineer, PWD(R&B) LTV Division, Manu, Dhalai. invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 27/07/2020 for the following work:-
1. DNIT No.CE(Buildings)/PWD/DNIT/ACE/Project Unit/09/2020-21, E/C:- Rs.2,39,21,626.00 E/M:- Rs.2,39,216.00
Time for completion:- 12(twelve) months.
Pre-Bid Conference: Date:-22/07/2020 Time:-11.00AM.
Website//www.tripuratenders.gov.in.

(Er. P.Debbarma)
Executive Engineer
L.T Valley Division, PWD (R&B)
Manu Dhalai, Tripura.

ICA-C-1093/20

MEMORANDUM
Deadline for receiving bids which was published vide No.NIeT-04/E4/TRRDAI2020-21 Dated 17/06/2020 & circulated vide Memo No.F.7(4)TR/PMGSY/2006/ 1715-63 dated, Agartala, the 17th June,2020 is extended up to 1500 Hrs. on 27th July,2020. Aocordingly, time and date for opening of Technical bid is fixed on 27/07/2020 at 1530 Hrs. (if possible) and time & date for opening of Financial bid is on 31/07/2020 at 1530 Hrs., if po:;sible.
All other terms & condition will remain same and unchanged.

(Er. A.Sengupta)
Chief Engineer, PWD (PMGSY)
&, Empowered Officer,TRRDA
New Secretariat Complex,Agartala, Tripura.

ICA-C-1090/20

CORRIGENDUM
Please read
“PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 03/NIeT/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21
The **Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura** invites on behalf of the ‘Governor of Tripura’ **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/Other State **PWD, up to 3.00 P.M. on 30/07/2020** for the following work:-”
instead of
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 03/NIeT/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21
The **Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura** invites on behalf of the ‘Governor of Tripura’ **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/Other State **PWD, up to 3.00 P.M. on 04/08/2020** for the following work:-
of the PNIeT No. 03/NIeT/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21, which is circulated vide memo no. F.7(40)/EE-KLP/PWD(DWS)/2062-102 dt. 16/07/2020.
All other terms & condition are remain unchanged.
The corrigendum notice can also be seen from the Website-www.tripuratenders.gov.in

Sd/- (ER GOPI MAJUMDER)
Executive Engineer
DWS Division Kalyanpur

ICA-C-1083/20

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

চড়িলামে মিনি স্টেডিয়ামের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ জুলাই।। চড়িলাম বাজার সংলগ স্থানে আজ এক অনুষ্ঠান উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা মিনি স্টেডিয়ামের শিলান্যাস করেছেন। মিনি স্টেডিয়ামের শিলান্যাস করে উপমুখ্যমন্ত্রী বলন, চড়িলামবাসীর দীর্ঘদিনর স্বপ ছিল একটি স্টেডিয়ামের। দীর্ঘ ৩০ বছর পর চড়িলামবাসীর এই স্বপ পূরণ হতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা কোনও কাজের প্রতিশ্রুতি দিলে তা বাস্তবায়িত করি। এটাই আমাদের সরকারের দায়বদ্ধতা। কাজের মধ্যে দিয়েই আমরা মানুষের পাশে থাকতে চাই।

এনটিপিসি-র সিএসআর প্রকল্পের আর্থিক সহযাগিতোয় এই মিনি স্টেডিয়ামটি নির্মিত হবে। ব্যয় হবে ১ কাটি ৩৭ লক্ষ টাকা। আজ শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এনটিপিসি-র এমডি ড. এমএস কল, বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসক জয়ন্ত চক্রবর্তী, চড়িলাম ব্লকের বিডিও জয়দীপ চক্রবর্তী, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশনের বাস্তুনির্বাহী কাজল দে এবং টি এস সি এল-এর প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষির মত প্রাণী সম্পদও রাজ্যের অর্থনীতির বিকাশে একটি অন্যতম ক্ষেত্র ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যে প্রাণী সম্পদকে কিভাবে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা যায় তা নিয়ে প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক ও প্রাণী চিকিৎসকদের নিয়ে আজ এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাকরণের ২নং সভাকক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় গাভী, দুগ্ধ, শূকর, ছাগল, পোল্টি, এবং প্রাণীখাদ্য চাষ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। সভায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ (দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব), দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ ছাড়াও ৩০ জন অবসরপ্রাপ্ত প্রাণী চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। সভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ক'ষির মত প্রাণী সম্পদও রাজ্যের অর্থনীতির বিকাশে একটি অন্যতম ক্ষেত্র। প্রাণী সম্পদকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে রোজগারের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাজ্যে প্রাণী সম্পদের উপযুক্ত বাজারজাতকরণেরও উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে ৫০ হাজার হেক্টর এলাকায় ভূ-া চাষ, ৩ বছরের মধ্যে ৩,০০০ গাভী বিতরণ এবং ২৩টি ব্লক, আগরতলা পুর নিগম ও উদয়পুর পুর পরিষদ এলাকায় যে সমস্ত জার্সি গাভী পালক রয়েছেন তাদের কাছে উন্নত সুযোগ সুবিধা পৌছে দিতে তাদের ক্লাস্টার ভিত্তিতে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সভায় উপস্থিত অবসরপ্রাপ্ত প্রাণী চিকিৎসকদের কাছে পরামর্শ ও সহযোগিতা চেয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সভায় অবসরপ্রাপ্ত প্রাণী চিকিৎসকগণ প্রানী সম্পদ ক্ষেত্রকে আরও এগিয়ে নিতে যে ১৮টি প্রস্তাব দিয়েছেন তা বাস্তবায়নে সরকার উদ্যোগ নেবে। তিনি জানান, সরকার নতুন নতুন ডেয়ারী প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। এতে রাজ্যের রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কর্মসংস্থানও হবে। সরকার দুধ ও ডিমে রাজ্যকে স্ব-নির্ভর করার উদ্যোগ নিয়েছে। পশু খাদ্য উৎপাদন, পশু বিমা, অধিক মহিষ পালন, মিট প্রসেসিং ইউনিট চালু ও বেকার উদ্যোগীদের গ্যারান্টি ছাড়া ঋণ দেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, অসুস্থ প্রাণীদের যাতে যথা সময়ে টিকা ও প্রতিষেধক দেওয়া হয় তা দপ্তরকে দেখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী সভায় উপস্থিত অবসরপ্রাপ্ত প্রাণী চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে বলেন, তাদের যে অভি'তা রয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে যে বেকার যুবক ও যুবতী আছে তাদেরকে প্রাণী পালনে উৎসাহিত করুণ। আপনারা এই কাজে সফল হলে সমাজ আপনাদের ভুলবে না। দপ্তরকেও মিশন মুডে এই কাজগুলি করতে হবে।

সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা ও দপ্তরের অধিকর্তা দিলীপ কুমার চাকমা। সভায় অবসরপ্রাপ্ত প্রাণী চিকিৎসক তথা দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত অধিকর্তা মনোর'ন সরকার, অবসরপ্রাপ্ত উপঅধিকর্তা শিশির পাল, অবসরপ্রাপ্ত উপঅধিকর্তা যোগীরাজ দত্ত, অবসরপ্রাপ্ত উপঅধিকর্তা নির্মল রায়, অবসরপ্রাপ্ত সহঅধিকর্তা দীপজিৎ পুরকায়স্থ, অবসরপ্রাপ্ত সহ অধিকর্তা রতন সাহা প্রমুখ দপ্তরের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করতে পরামর্শ ও প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে উপস্থাপন করেন।

মহারাষ্ট্রে দলকে মজবুত করার ক্ষেত্রে ফড়ণবিশের অবদান প্রশংসনীয় : জেপি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.): মহারাষ্ট্রে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-কে মজবুত করার ক্ষেত্রে দেবেন্দ্র ফড়ণবিশের অবদান প্রশংসনীয়। জন্মদিনে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়ণবিশকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে এমনই মন্তব্য করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা।৫০ বছর বয়সী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বুধবার টুইটারে নাড্ডা লিখেছেন, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। মহারাষ্ট্রে দলকে মজবুত করার ক্ষেত্রে আপনার অবদান প্রশংসনীয়। আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।"

মারা গেলেন সাংবাদিক বিক্রম জোশি

গাজিয়াবাদ, ২২ জুলাই (হি.স.): চিকিৎসকদের সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল! প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না, মারা গেলেন উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে দুষ্কৃতী হামলায় গুরুতর জখম সাংবাদিক বিক্রম জোশি। বুধবার ভোর চারটে নাগাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সাংবাদিক বিক্রম জোশি। গত ১৬ জুলাই অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে থানায়, তাঁর ভাইঝিকে নিগ্রহের অভিযোগ জানান বিক্রম জোশি। এরপর ২০ জুলাই রাত ১০.৩০ মিনিট নাগাদ বিজয় নগর এলাকায় বাড়ির কাছেই বিক্রমকে নির্বিচারে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। রক্তাক্ত ও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিক্রমকে স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সিপাহীজলা জেলায় কনটেইনমেন্ট জোনের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সিপাহীজলা জেলায় বিভিন্ন এলাকায় কনটেইনমেন্ট জোন করা হয়েছে। সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক আজ এক আদেশে কনটেইনমেন্ট জোনের ঘোষণা করেছেন। এই আদেশ আজ মধ্যরাতে বলবৎ হবে এবং আগামী ১৯ আগস্ট পর্যন্ত জারি থাকবে।

আদেশে বলা হয়েছে ব'নগর ব্লকের মধ্য ব'নগর গ্রাম প'ায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম পাড়ার ৩৫ পরিবারকে নিয়ে কনটেইনমেন্ট জোন এবং এর পাশাপাশি বাফার জোনও করা হয়েছে। মোহনভোগ ব্লকের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দপুর ভদ্র চৌধুরী পাড়ার ৭ পরিবারকে নিয়ে কনটেইনমেন্ট জোন এবং আরও কিছু এলাকা নিয়ে বাফার জোন করা হয়েছে। নলছড় ব্লকের দক্ষিণ নলছড় গ্রাম প'ায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডের নয়াপাড়া কনটেইনমেন্ট জোন এবং আরও কিছু এলাকা নিয়ে বাফার জোন করা হয়েছে। কাঠালিয়া ব্লকের দক্ষিণ মহেশপুর গ্রাম প'ায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাষ্টার পাড়ার ৫০ পরিবারকে নিয়ে কনটেইনমেন্ট জোন এবং আরও কিছু এলাকা নিয়ে বাফার জোন করা হয়েছে।

সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক অন্য একটি আদেশে মোহনপুর ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত রামসাধু পাড়ার ১৯ পরিবারকে নিয়ে কনটেইনমেন্ট জোন এবং রাজকুমার পাড়ার ২২টি পরিবার নিয়ে বাফার জোন করা হয়েছে। এই ভিলেজেরই মহেন্দ্রপাড়ার ২২টি পরিবার নিয়ে কনটেইনমেন্ট জোন এবং পেকুয়ারজলা বাজার এলাকার (আংশিক) ২০টি পরিবারকে নিয়ে বাফার জোন করা হয়েছে। বিশালগড় পুরপরিষদ এলাকার ৬নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত পশ্চিম লক্ষীবিল এলাকাকে ২২ জলাই থেকে আগামী ১৯ আগষ্ট পর্যন্ত কনটেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই কনটেইনমেন্ট জোন এলাকায় ৮টি পরিবারের ২৭ জন মানুষ রয়েছেন।

তেলিয়ামুড়র চাম্পাই বাজারে বেআইনী মজুত ওষুধ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন বাজার হাটে ওষুধপত্রের অবৈধব্যবসা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। ড্রাগ ইনস্পেক্টর রা এসব বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এইসব অবৈধ ব্যবসার জাল গুটিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে মনে করেন অনেকেই।খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাম্পাই বাজারে একটি ওষুধের দোকানে হানা দিয়ে তেলিয়ামুড়া ড্রাগ ইনস্পেক্টর প্রচুর পরিমাণ অবৈধ ওষুধ পত্র বাজেয়াপ্ত করেছেন। সংবাদ সূত্রে জানা যায় সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া ড্রাগ ইনস্পেক্টর মনিদিপা দেবনাথ এবং তেলিয়ামুড়া জিসিএম প্রদীপ নেতৃত্বে চামপ্লাই বাজারে হানা দেওয়া হয়।সেখানকার সুনীল বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি অবৈধভাবে ওষুধপত্র দোকানে মজুদ করে বিক্রি করছিলেন। দোকানে হানা দিয়ে প্রচুর ঔষধপত্র উদ্ধার করা হয়।এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য বিভিন্ন ঠকবাজ কোম্পানির নিম্নমানের ওষুধ পত্র বাজার গুলিতে বিক্রি হচ্ছে। গ্রাম পাহাড়ের বাজার হাটগুলোতে ড্রাগ ইনস্পেক্টর দের তেমন নজরদারি থাকে না বললেই চলে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একাংশের ঔষধ ব্যবসায়ী অবৈধভাবে বিভিন্ন অবৈধ কোম্পানির ওষুধ পত্র বিক্রি করে চলেছে। এইসব ওষুধ পত্র খেয়ে রোগ নিরাময়ের বদলে অনেকেই জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন বলেও নানা অভিযোগ মিলেছে। গ্রাম পাহাড়ের বাজার-হাট গুলিতেও ড্রাগ ইনস্পেক্টর দের নজরদারি বাড়ানোর জোরালো দাবি উঠেছে। ওইসব এলাকায় মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ পত্র রোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

কর্ণেল মহিম ঠাকুরের ১৫৬তম জন্ম জয়ন্তী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। কর্ণেল মহিম ঠাকুরের ১৫৬তম জন্ম জয়ন্তী বুধবার করোনা পরিস্থিতিতেও সংক্ষিপ্ত আকারে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। কর্ণেল চৌমুহনিতে কর্ণেল মহিম ঠাকুর সংস্থা এবং আগরতলা পুর নিগমের যৌথ উদ্যোগে কর্ণেল মহিম ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়। এ বছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবছর কর্ণেল মহিল ঠাকুরের জন্ম দিনে আগরতলা পুর নিগমের সাফাই কর্মীদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তরা জানান, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে বড় ধরনের কোনো অনুষ্ঠান করার সুযোগ নেই। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুর নিগমের সাফাই কর্মীরা নিরলসভাবে শহর এলাকাকে জঞ্জাল মুক্ত রাকার প্রযাস জারি রেখেছেন। সেই কারণেই পুর সাফাই কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদেরকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

সংক্রমিত আরও ১০৭৮ জন

ভুবনেশ্বর, ২২ জুলাই (হি.স.): ওডিশায় ফের বাড়ল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওডিশায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১০৭৮ জন। ফলে ওডিশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৯,৮৩৫। নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। নতুন করে আক্রান্ত ১০৭৮ জনের মধ্যে বিভিন্ন কোয়ারেন্টিন সেন্টারে ৭২১ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং ৩৫৭ জন অন্যত্র করোনা-রোগীর সংস্পর্শে এসে সংক্রমিত হয়েছেন। বুধবার সকালে ওডিশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১০৮৭ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৯,৮৩৫।

লালসিংমুড়ায় সুইচ গেইটের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ জুলাই।। লালসিংমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিখরিয়া এলাকার সুইচগেইট এর বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ কৃষকরা। দীর্ঘদিন ধরে এই সুইচগেট এর বেহাল দশা। দুইটি গেইট নিচে পড়ে রয়েছে এবং দুইটি গেইট উপরে তোলা অবস্থায় রয়েছে। যার ফলে বর্ষার সময়ে বন্যার জল না পারা যাচ্ছে ঠিকভাবে আটকাতে, না পারা যাচ্ছে ঠিকভাবে ছাড়তে। এমনটাই অভিযোগ করেছেন এলাকার কৃষককুল। আন্ধি ছড়ার উপর এই সুইচ গেইট শিখরিয়া গ্রামে নির্মাণ করা হয়েছে ২০০২ সালে। মূলত কৃষকদের স্বার্থেই নির্মাণ করা হয়েছিল এই সুইচগেট। কিন্তু বাম আমলে নির্মাণ হওয়ার পরে অনাদরে এবং অবহেলায় পড়ে রয়েছে এই সুইচগেট। কোনরকম সংস্কার করা হয়নি। কৃষকদের স্বার্থে কোন কাজে আসেনি সুইচ গেট বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। শীতের মরশুমে সবচেয়ে বেশি দরকার হয় এই সুইস গেটের। কারণ আন্ধি ছড়ার জল আটকে রেখে তারপর সময়মতো ছেড়ে কৃষকরা মাঠে ফসল ফলাতে। কিন্তু সুইচগেট বিকল হয়ে যাবার পর শতশত কানি জমি কৃষকের শীতের মরশুমে খিল পড়ে থাকে। কৃষকরা চাষবাস করতে পারেনা। এর আগেও বহুবার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরও কৃষিমন্ত্রী টনক নড়েনি। বর্ষার সময় সুইজগেট এর দুটি ঝাঁপ বন্ধ থাকায় জল প্রবাহিত হতে পারে না। যার ফলে জল জমে গিয়ে কৃষকদের ফসল এ পচন ধরে যায় এবং সুইস গেইট সংলগ্ন আশপাশের বাড়িঘরে বন্যার জল প্লাবিত হয়ে যায় এবং অনেক মৎস্য চাষের পুকুর বন্যার জলের তলে ঢুকে যায়। এই বসে আছি যেমন হয়েছে

লালসিংমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা চড়িলাম আর ডি ব্লকের এ বিষয়ে কোনো হেলদোল নেই। রামনগর ধারিয়াথল, হেরমা, রংমালা, বাথানমুরা, লালসিংমুড়া শিখরিয়া, তকচাপাড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষককুল এই আন্ধি ছড়ার জলের উপর নির্ভর করে চাষাবাদ করে। এলাকার কৃষকদের দাবি অতি দ্রুত যাতে চড়িলাম ব্লক প্রশাসন এবং চড়িলাম এগ্রিকালচার অফিস এই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং সুইজগেট ঠিকঠাক করে সচল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

মৃত্যু আরও ৬৪৮ জনের, ভারতে করোনা-মুক্ত ৭.৫৩ লক্ষের বেশি : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.): ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। নতুন করোনা-সংক্রমিতের পাশাপাশি মৃত্যুও বাড়ছে রোজই। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৬৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৭,৭২৪ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৮,৭৩২ জন এবং সংক্রমিত ১১,৯২,৯১৫ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭,৫৩,০৫০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ১১ হাজার ১৩৩।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৮, ৭৩২ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৭৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন, অসমে ৫৮ জন, বিহারে ২১৭ জনের, চন্ডীগড়ে ১২ জন, ছত্তিশগড়ে ২৯ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৩, ৬৯০ জনের, গোয়া ২৬ জন, গুজরাটে ২১৯৬ জনের, হরিয়ানায় ৩৬৪ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১১ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ২৬৩ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৫৫ জনের, কর্ণাটকে ১,৪৬৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪৪ জন, লাদাখে দু'জন, মধ্যপ্রদেশে ৭৫৬ জন, মহারাষ্ট্রে ১২,২৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে ৪ জন, ওডিশায় ১০৩ জনের, পুদুচেরিতে ৩০ জন, পঞ্জাবে ২৬৩ জন, রাজস্থানে ৫৭৭ জনের, তামিলনাড়ুতে ২,৬২৬ জন, তেলেঙ্গানায় ৪২৯ জন, ত্রিপুরায় ৮ জন, উত্তরাখণ্ডে ৫৫ জন, উত্তর প্রদেশে ১,২২৯ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১,১৮২ জন প্রাণ হারিয়েছেন।মহারাষ্ট্র, দিল্লি, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ-এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ভাবিয়ে তুলছে দেশবাসীকে। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৩২,৭০, ৩১-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ১২,৫০,৯৬, গুজরাটে ৫০,৩৭৯, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৭,০৩০, উত্তর প্রদেশে ৫৩,২৮৮ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৮,০৬, ৪৩। ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বাড়ছে মৃত্যুও। একইসঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ২১ জুলাই পর্যন্ত ভারতে মোট ১, ৪৭,২৪,৫৪৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ২১ জুলাই ৩,৪৩,২৪৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত মেধাবী ছাত্র সৌরভ দাসের চিকিৎসার খোঁজ নিলেন সাংসদ রেবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২২ জুলাই।। ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত মেধাবী ছাত্র সৌরভ দাসের চিকিৎসার খোজ খবর নিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যা রাতে তার বাড়িতে ছুটে যান সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন এমডিসি পতিরাম ত্রিপুরা, বিজেপির গন্ডাছড়া মন্ডল সভাপতি ভুমিকানন্দ রিয়াং। সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা অসুস্থ সৌরভ দাসের বাবা,মার সাথে ছেলের চিকিৎসা বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন এবং তার চিকিৎসার ব্যপারে যতটুকু সম্ভব সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে সৌরভের পরিবারকে আশ্বাস দেন। সাংসদ ছাড়াও এদিন আইপিএফটি দলের এলাকার বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক ললিত ত্রিপুরা, সিপিআইএম গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমন্বয় সমিতি, ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন গন্ডাছড়া বিভাগীয় কমিটি, লোকনাথ সংঘ সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছা সেবী সংস্থা সৌরভের চিকিৎসার খোজ খবর নেয় এবং যার যার মত করে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সৌরভের চিকিৎসার জন্য ২২ জুলাই বুধবার দুপুরের প্লাইডে করে সৌরভের মা, বাবা চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন। উল্লেখ্য গন্ডাছড়া দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা গোপাল দাসের ছেলে সৌরভ দাস ২০১৬ সালে প্রথম বারের মত ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত হয়। এরপর গোপাল বাবু ওনার একমাত্র ছেলেকে চেন্নাই নিয়ে গিয়ে প্রায় বিশ থেকে বাইশ লক্ষ টাকা খরচ করে ব্রেইন টিউমার অপারেশন করে। তখন থেকে তিন বছর ভালই ছিল। ইদানীং মাস এক যাবৎ তার মাথায় প্রচন্ড অসুসা বোধ করলে আগরতলা গিয়ে সিটিস্কেন করার পর আবার ব্রেইন টিউমার ধরা পড়ে। সৌরভের বাবা গোপাল দাস প্রাথমিক বিভাগের একজন শিক্ষক। শিক্ষকতার চাকরি করে তিনি যা কিছু টাকা পয়সা সঞ্চয় করে ছিলেন ছেলের চিকিৎসা করতে গিয়ে প্রথম বারই সব কিছু শেষ। কিভাবে এখন আবার ছেলের চিকিৎসার খরচ জোগার করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এমত অবস্থায় ভাস্কর দেব নামের আগরতলা হাইকোর্টের এক আইনজীবী প্রথমে পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য করেন। পরে আবার ওনার অনুরোধে অনেকেই সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এরপরই গোপাল বাবু ওনার ছেলেকে নিয়ে বহিঃ রাজ্যে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

শহরের বিটি কলেজ সংলগ্ন এলাকায় ক্যাম্পের মধ্যে এক টিএসআর জওয়ানের ঝুলন্ত মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ছবি- নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।